শ্রীশ্রীরাধাদানবিহারিভ্যাং নমঃ

মহাবৈরাগ্যশিরোমণি-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমামৃত-
আস্বাদনকারি-শ্রীমন্মহাপ্রভুচরণৈকনিষ্ঠ-
পয়োধি-গভীরহৃদয়-অত্যুৎকটবিরহাগ্নি-
সন্তাপিতচিত্ত-সাক্ষাদ্ভক্তিপথদ্রষ্টা-শ্রীপাদ্রঘুনাথদাস-
গোস্বামি-প্রণীতঃ

শ্রীশ্রীদানকেলি-চিন্তামণিঃ

শ্রীহরিদাসদাসেন বঙ্গানুবাদিতঃ।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীশ্রীরাধাদানবিহারিভ্যাং নমঃ

॥ শ্রীশ্রীদান-কেলি-চিন্তামণিঃ ॥

শ্রীপাদ্‌রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রণীতঃ
শ্রীহরিদাসদাসেন বঙ্গানুবাদিতঃ

শ্রীব্রজানন্দদাসেন সংশোধিতঃ সম্পাদিতশ্চ।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-সংস্করণম্‌।
'শ্রীশ্রীভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার।'
শ্রীগৌরসুন্দরদাসেন প্রকাশিতঃ।

প্রকাশন-তিথিঃ–
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবস্য রথযাত্রা,
ত্রয়োদশাধিকশ্চতুর্দশশত-বঙ্গাব্দঃ।
(১২.০৩.১৪১৩ বঙ্গাব্দ)
(26.06.2006)

মুদ্রক–
রামানুজ দাস।
গিরিরাজ কলোনী, রাধাকুণ্ড,
মথুরা, উঃ প্রঃ।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্‌

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতটাশ্রয়ি-শ্রীপাদ্‌রঘুনাথদাস-গোস্বামি-
প্রকটিত 'শ্রীশ্রীদান-কেলি-চিন্তামণিঃ' শ্রীগ্রন্থখানি
প্রকাশিত হইলেন, তাঁরই অহৈতুকীকরুণা-
কটাক্ষাভাসে, শ্রীগ্রন্থ প্রকাশন সৌষ্ঠবে
শ্রীব্রজানন্দ দাস অকৃত পরিশ্রম
করেছেন, শ্রীমতীস্বামিনী
কুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে
তাঁর পরমাসক্তি
কামনা
করি।

ভবদীয়-
প্রকাশক

। শ্রীশ্রীদান কেলি চিন্তামণিঃ ।

॥ শ্রীসপার্ষদ গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতেভ্যো নমঃ ॥

কুর্ব্বাণৈঃ শতমাশিষাং নিজ নিজ প্রেয়ো জয়ায়োৎসুকৈঃ
স্বীয় স্বীয় গণৈঃ স্ফুটং কুটিলয়া বাচাহতিতুঙ্গীকৃতঃ।
গব্যানাং নবদান-কল্পন কৃতে প্রৌঢ়ং মিথঃ স্পর্দ্ধিনো
র্গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিণোর্গিরিতটে কেলীকলিঃ পাতু বঃ ॥১॥

অনুবাদ। গিরি গোবর্দ্ধনের তটদেশে গব্য (ঘৃত) প্রভৃতির নূতন দান সাধনের জন্য পরস্পর অতিশয় স্পর্দ্ধাকারী গান্ধর্ব্বা (শ্রীরাধা) ও গিরিধারীর কেলি-কলহ তোমাদিগকে পরিপালন করুন—ঐ কেলিকলহ ও আবার নিজ নিজ প্রিয়ের জয় নিমিত্ত উৎসুকচিত্ত, শত শত অভিলাষকারী স্বীয় স্বীয়গণের স্পষ্ট কুটিল বাক্যভঙ্গী দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥১॥

উদ্দাম নর্ম্মরস রঙ্গ তরঙ্গকান্ত
রাধা-সরিদ্-গিরিধরার্ণব সঙ্গমোত্থম্।
শ্রীরূপ চারুচরণাব্জ-রজঃপ্রভাবা-
দন্ধোঽপি দান নবকেলি-মণিং চিনোমি ॥২॥

অনুবাদ। আমি অন্ধ হইলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর মনোরম চরণ-পদ্মের রজঃপ্রভাবে এই **দান নব কেলিমণি** চয়ন করিতেছি। এই মণি উদ্দাম পরিহাস রস রঙ্গের তরঙ্গপূর্ণ কমনীয় শ্রীরাধারূপা নদী ও গিরিধারিরূপ সমুদ্রের নিত্যনবনবায়মান সঙ্গমেই উত্থিত হইয়াছেন ॥২॥

সাহারাখ্যং জয়তি সদনং গোকুলে গোকুলেশ-

ভ্রাতা মন্ত্রী বসতি সুমতিস্তত্র নাম্নোপনন্দঃ।
তস্য শ্রীমান্নিখিলগুণবান্ সূনুরাদ্যঃ সুভদ্রো
ভার্য্যা তস্যাতুল কুলবতী কুন্দপূর্ব্বা লতাহহস্তে ॥৩॥

অনুবাদ। গোকুলে সাহার নামক একটি গ্রাম আছে; ঐ স্থলে গোকুলাধিপতি শ্রীনন্দের উপনন্দ নামক ভ্রাতা বাস করেন। উপনন্দ নন্দ মহারাজের জনৈক সুবুদ্ধি মন্ত্রীও বটেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুভদ্রও নিখিলগুণগণমণ্ডিত ! তাঁহার অনুপমা কুলবতী ভার্য্যার নামই-**কুন্দলতা** ॥৩॥

পুষ্পৈর্ভৃঙ্গৈর্ব্বিবিধ-বিহগৈর্ভ্রাজদুর্ব্বীরুহাণাং
ষণ্ডৈঃ সম্যগ্ বিলসিততমে নিষ্কুটে সৌরভ্যাঢ্যে।
খেলন্ত্যোরু প্রণয়মনয়া হন্ত কুত্রাধুনা তৌ
কুর্ব্বাতে কিং কিমিতি সুমুখী তত্র পৃষ্টা বয়স্যা ॥৪॥

অনুবাদ। তাঁহার গৃহসমীপে একটি সুগন্ধি উপবন আছে; এই উপবন পুষ্প, ভ্রমর ও বিবিধ পক্ষিনিচয়-শোভিত বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আনন্দই বিস্তার করিতেছে। কুন্দলতা তাঁহার সখী সুমুখীর সহিত খেলা করিতে করিতে অতি প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন-"হা সখি ! তাঁহারা (যুগলকিশোর) এখন কোথায় আছেন এবং কি কি ক্রীড়া করিতেছেন-বলত ?" ॥৪॥

তস্যাঃ শ্রীমদ্ বদনকমলাজ্জল্প মাধ্বীক ধারা-
স্যন্দং রাধা-গিরিবরধরপ্রশ্ন-কর্পূর কম্রম্।
পীত্বানন্দোচ্ছলিত পুলকোজ্জৃম্ভ সম্ভাবুকশ্রীঃ
সা তদ্বার্ত্তাং প্রথয়িতুমথারম্ভমুৎকা চকার ॥৫॥

অনুবাদ। কুন্দলতার সুন্দর বদন-কমল হইতে নিঃসৃত এবং রাধাগিরিধারিবিষয়ক প্রশ্নরূপ কর্পূরদ্বারা কমনীয়-বাক্যরূপ মধুধারা-

প্রবাহ পান করিয়া আনন্দে ও পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে সাতিশয় দেহকান্তি বিস্তারিত করিয়া সেই সখী উৎকণ্ঠিতচিত্তে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫॥

শস্তস্যার্থে স্বসুত-হলিনো মিত্র পুত্রাঘশত্রো-
রপ্যাসক্ত্যা প্রতিনিধিতয়া (শৌ) সৌরিণা সন্নিযুক্তঃ।
সত্রং কর্ত্তুং রহসি ভগবান্ ভাগুরির্দীক্ষিতোহভূৎ
স্নেহোল্লাসৈঃ সহমুনিগণস্তত্র গোবিন্দকুণ্ডে ॥৬॥

অনুবাদ। বসুদেব নিজতনয় হলধরের মঙ্গলের জন্য এবং মিত্রপুত্র (নন্দনন্দন) অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও আসক্তি বশতঃ ভগবান্ ভাগুরি মুনিকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যজ্ঞ করিতে নির্জনে নিযুক্ত করিয়াছেন—ঐ মহর্ষিও স্নেহোল্লাসভরে গোবিন্দকুণ্ডে অন্যান্য মুনিগণ সহ ঐ কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন ॥৬॥

তস্মিন্ সত্রে রুচিরমচিরং নব্যগব্যং স্বয়ং যা
ধৃত্বা নীতং শিরসি শুচয়ো দদ্যুরাভীর-বামাঃ।
তাভ্যঃ কামানথ মণিগণালংকৃতীঃ সৌভগঞ্চ
প্রীত্যা সত্যং সদসি মুনয়ো হন্ত যচ্ছন্তি সদ্যঃ ॥৭॥

অনুবাদ। সেই যজ্ঞে যে সকল বিশুদ্ধা গোপনারী শীঘ্রই কমনীয় নব্য গব্য স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া নিয়া দিতেছেন—মুনিগণ সেইক্ষণেই তাঁহাদিগকে প্রীতিসহকারে বাঞ্ছিত বস্তু, মণিসমূহ অলঙ্কার ও সৌভাগ্যরাশি দান করিতেছেন ॥৭॥

নানা বৃক্ষৈর্মধুকর-রুত-স্যন্দি-পুষ্পাভিরম্যৈঃ
কুঞ্জ-স্তোমৈরপি চ পরিতস্তাদৃশৈর্ভ্রাজিতস্য।
সৌরভ্যাঢ্যৈঃ কুমুদকমলৈঃ সাধু-ফুল্লৈর্বিরাজৎ-
পানীয়স্য স্বকৃত-সরস-স্তীর-কুঞ্জে বসন্তী ॥৮॥

শ্রুত্বৈবৈতন্নিভৃত-বিবৃতিং সূক্ষ্মধী-শারিকাঽঽস্যা-
দুৎকণ্ঠাভিস্তরলিত-মনাঃ স-প্রিয়ালীগণা সা।
স্নাত্বা সম্যগ্ বিবিধ-বসনৈর্ভূষণৈর্ভূষিতা দ্রাক্
কাশ্মীরৈস্তৎপ্রণয়-পটলৈরপ্যলং রূষিতা চ ॥৯॥
কৃত্বা পূজামথ দিনপতেঃ শুদ্ধভাবেন শুদ্ধা
বদ্ধাকাঙ্ক্ষং হৃদয়গগনে গোষ্ঠচন্দ্রং স্মরন্তী।
হৈমং কুম্ভং নিহিত-বিকসদ্ গন্ধ-হৈয়ঙ্গবীনং
ধৃত্বা প্রীত্যা শিরসি চলিতা রাধিকা স্বীয়কুণ্ডাৎ ॥১০॥

অনুবাদ। তৎকালে শ্রীরাধা স্বীয়কুণ্ডতীরবর্ত্তী কুঞ্জে বিদ্যমানা ছিলেন, ঐ শ্রীকুণ্ড আবার মধুকর-ঝংকৃত ও মধুক্ষরণশীল পুষ্পসমূহ-পরিশোভিত নানা বৃক্ষ সমূহে সজ্জিত এবং ঐ প্রকারের (মধুকর নিনাদিত ও বিবিধ পুষ্পমণ্ডিত বৃক্ষযুক্ত) কুঞ্জশ্রেণীও ইতস্ততঃ বিদ্যমান—ঐ কুণ্ডের জল সুপ্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুমুদ পদ্ম প্রভৃতি কুসুমে সুবাসিত ও শোভিত। শ্রীরাধা এই রহঃকথা "সূক্ষ্মধী" শারিকার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই প্রিয় সখীগণসহ উৎকণ্ঠাবশতঃ চঞ্চল-চিত্ত হইলেন; শীঘ্র স্নানাদি ক্রীয়া সমাপনান্তে বিবিধ বসন ভূষণ সম্যক্ প্রকারে পরিধান করিলেন এবং কাশ্মীর (কুঙ্কুম) ও প্রিয়তমের প্রণয়রাশি উত্তমরূপে নিজাঙ্গে লেপন করিলেন। অনন্তর শুদ্ধচিত্তে বিশুদ্ধভাবে সূর্য্যপূজাও সমাপন করিলেন। তখন আকাঙ্ক্ষাবদ্ধ হইয়া হৃদয়াকাশে গোষ্ঠচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে (অথবা হৃদয়াকাশে আকাঙ্ক্ষান্বিত গোষ্ঠচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে) একটি স্বর্ণকুম্ভে গন্ধবিস্তারী হৈয়ঙ্গবীন (নব্য ঘৃতাদি) স্থাপন পূর্ব্বক অতি প্রীতির সহিত মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীরাধা কুণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন ॥৮-১০॥

স্মিত্বা স্মিত্বা পথি পথি মিথঃ কুর্ব্বতী কৃষ্ণবার্ত্তা-
মার্ত্তা তস্যানবকলনতঃ স্নিগ্ধতা-শালভঞ্জী।
প্রেমস্তোমোল্ললিত-ললিতাং নর্ম্মফুল্লদ্ বিশাখাং
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা সুদতি ! মুমুদে নর্ম্মভঙ্গ্যা নিকামম্ ॥১১॥

অনুবাদ। সেই স্নেহ-পুত্তলিকা শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের অদর্শনে আর্ত্তা হইয়া পথে পথে পরস্পর কৃষ্ণকথা বলিয়া বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিলেন। হে সুদতি ! প্রেমরাশিভরে অতিশয় উল্লসিত ললিতাকে ও বাকোবাক্যে প্রফুল্লিত বিশাখাকে দেখিয়া দেখিয়া তিনি তাঁহাদের নর্ম্ম পরিহাস ভঙ্গী আস্বাদন করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

গন্ধৈর্ভ্রাজৎ কুসুমপটলী-মৃষ্ট মাধ্বীকমাদ্যদ্-
ভ্রাম্যদ্ ভৃঙ্গপ্রকর বিলসচ্ছাখ শাখিপ্রপঞ্চাঃ।
শষ্পৈঃ সান্দ্রৈঃ সুবলিত-ভুবঃ স্বাদু-সৎকন্দমূলা
ন্যঞ্চদ্ধ্বান দ্বিজ মৃগগণাশ্চারু নানাফলানি ॥১২॥
স্থানে স্থানে বিবিধ-বিটপি-ক্রোড় রত্নোরুবেদ্যঃ
স্থানে স্থানে পরিমল-বলদ্রত্ন-সিংহাসনৌঘাঃ।
স্থানে স্থানে বর-ঝরদরী সানবো ভান্তি যস্মিন্
শৈলেন্দ্রং সা গিরিধর-কর-প্রাপ্তমানং দদর্শ ॥১৩॥

অনুবাদ। (গিরি গোবর্দ্ধনে) গন্ধযুক্ত কুসুম সমূহের বিশুদ্ধ মধু পানে মত্ত ও ইতস্ততঃ ভ্রমণপরায়ণ ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক শোভিত শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষসমুদয় বর্ত্তমান ; তাহার ভূমিভাগ ঘনতৃণাচ্ছাদিত ও তাহাতে সুস্বাদু উত্তম-কন্দ-মূল-প্রভৃতি বর্ত্তমান–পশুপক্ষিগণ সুমধুর ধ্বনি-পরায়ণ–এবং সর্ব্বত্র সুচারু বিবিধ ফলরাজি দৃষ্ট হয়। তথায় স্থানে স্থানে বিবিধ বৃক্ষের ক্রোড়দেশে রত্নময় বহু

বেদী–স্থানে স্থানে সুগন্ধিযুক্ত রত্নময় সিংহাসনরাজি এবং স্থানে স্থানে সুন্দর ঝরণা, গহ্বর ও সানু (সমতলভাগ) সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীগিরিধারী শ্রীহস্তে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সম্মানিত পর্ব্বতরাজকে (তখন) শ্রীরাধা দর্শন করিলেন ॥১২-১৩॥

লব্ধ্বা গোবর্দ্ধন-গিরিমথ প্রাপ্য সৌরভ্য-সারং
শশ্বৎ প্রীত্যা-মুনিবর-গণৈর্দত্ত-গব্যাহুতীনাম্।
আকৃষ্টোদ্যৎ সুখভর রসেনাশু গন্তুং সমুৎকা
স্থূল-শ্রোণী-কুচ-যুগভরান্মন্থরা তন্নিনিন্দ ॥১৪॥

অনুবাদ। অনন্তর শ্রীরাধা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অনবরত প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত গব্যাহুতির সুগন্ধি-সার আঘ্রাণ করিলেন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল সুখরসভরে আকৃষ্ট হইয়া শীঘ্র গমন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলেও পৃথুশ্রোণি (নিতম্ব) ও কুচ যুগলের ভারে মন্থরগতি হওয়ায় তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

জ্ঞাত্বা তাসাং গমনমচিরং কীরবর্য্যস্য বক্ত্রাৎ
স্মিত্বা নর্ম্ম-প্রিয়-সখগণৈরাবৃতঃ সাবধানঃ।
শৈলেন্দ্রস্যোপরি পরিলসন্নুদ্ভট-শ্যামবেদ্যাং
ঘট্টীপট্টং বিদধদতুলং বল্লবাধীশ-সূনুঃ ॥১৫॥

অনুবাদ। 'অবিলম্বে তাঁহারা আসিতেছেন'–এই সংবাদ শুকবরের মুখে অবগত হইয়া গোপেন্দ্রনন্দন ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং প্রিয়নর্ম্ম সখাগণে বেষ্টিত হইয়া সাবধানে গিরিরাজের উপরে বিরাজমান উদ্ভট (অতি প্রচণ্ড) শ্যামবেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া অনুপম ঘট্টীপট্ট (দানঘাটী) রচনা করিলেন ॥১৫॥

স্মেরাং সুরক্ত-পটভূষণ-ভূষিতাঙ্গীং

মূর্দ্ধ্নি স্ফুরৎ সঘৃত-হেম-ঘটীং বহন্তীম্।
সার্দ্ধং তথাবিধ সখীনিবহেন রাধাং
যান্তীং মরালগতি-চারু ললাপ পশ্যন্ ॥১৬॥

অনুবাদ। ঈষদ্ধাস্যবদনা, সুন্দর রক্তপট্টবসনা, বিবিধভূষণে সুসজ্জিতা এবং শিরোদেশে ঘৃতপূর্ণ হেমকলসীধারিণী শ্রীরাধা সুচারু মরাল গতিতে তথাবিধ (বেশভূষণে সজ্জিতা ও ঘৃতপাত্রবাহিনী) সখীসমূহ কর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া শ্যামসুন্দর বলিতে লাগিলেন—॥১৬॥

অগ্রে পূর্ণবিধুং তদন্তরলসদ্ বন্ধূক পুষ্পদ্বয়ং
মধ্যে নিস্তল-দাড়িমী-ফলযুগং ভঙ্গ্যা প্রকাশ্য ক্ষণম্।
মন্নেত্রস্য চকোর-ভৃঙ্গ-শুকতামাসাদয়ন্ত্যদ্ভুতা
কেয়ং মামপি পদ্মিনী কৃতবতী রক্তং মরালং দ্রুতম্ ॥১৭॥

অনুবাদ। অগ্রে পূর্ণচন্দ্র (তৎসদৃশ মুখ), তৎপরে সুন্দর বান্ধুলী কুসুমদ্বয় (অধর) এবং মধ্যে সুগোল দাড়িমীফলযুগল (বক্ষোজদ্বয়) ভঙ্গীক্রমে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশ করিয়া আমার নেত্রের যথাক্রমে চকোরত্ব, ভৃঙ্গত্ব ও শুকত্ব আনয়ন করাইয়া কে এই অদ্ভুত পদ্মিনী (নারী) আমাকে ও রক্ত (অনুরাগযুক্ত) মরাল করিয়া ফেলিল ? ॥১৭॥

ততো নিরীক্ষ্য সম্যক্ তাং প্রেম-বিহ্বল-মানসঃ।
সাশঙ্কং পঙ্কজাক্ষোহয়ং সোৎকণ্ঠোঽবর্ণয়ৎ পুনঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। তৎপরে প্রেম-বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়া এই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা সহকারে পুনরায় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৮॥

ফুল্লচ্চম্পক বল্লিকাবলিরিয়ং কি নো ন সা জঙ্গমা

কিং বিদ্যুল্লতিকাততির্নহি ঘনে সা খে ক্ষণদ্যোতিনী।
কিং জ্যোতির্লহরী সরিন্নহি ন সা মূর্ত্তিং বহেত্তদ্ধ্রুবং
জ্ঞাতং জ্ঞাতমসৌ সখীকুলবৃতা রাধা স্ফুটং প্রাঞ্চতি ॥১৯॥

অনুবাদ। ইনি কি প্রস্ফুটিত চম্পকলতা সমূহই ? না, তাহা ত জঙ্গম নহে (চলিয়া বেড়ায় না) ; তবে কি ইনি বিদ্যুৎরাশিই হইবেন? না, তাহাও ত নয় ; কেননা, বিদ্যুৎ আকাশে মেঘের কোলে ক্ষণস্থায়ী হয়। তবে ইনি কি জ্যোতি লহরীর নদীই হইবেন ? না, তাহাও সম্ভব নয়, যেহেতু তাহার কোনও মূর্ত্তি নাই, হ্যাঁ, এখন নিশ্চয় জানিয়াছি–সখীগণ বেষ্টিতা শ্রীরাধাই পরিষ্কাররূপে এদিকে আসিতেছেন ॥১৯॥

ইয়মিহ ন চ রাধা সা সখীভিঃ পরীতা
বিদিতমিদমিদানীং বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য।
মম সবিধমুপৈতি স্ফার-শৃঙ্গার-লক্ষ্মীঃ
সহ কলিত-সুবর্ষ্মালিঙ্গনাদি-ক্রিয়াভিঃ ॥২০॥

অনুবাদ। এক্ষণে বস্তুতত্ত্ব বিচার করিয়া বিদিত হইলাম যে ইনি সখীগণ বেষ্টিতা শ্রীরাধাও নহেন–কিন্তু সাক্ষাৎ মহাশৃঙ্গার-লক্ষ্মী সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আলিঙ্গনাদি মুদ্রাযুক্ত হইয়া মৎসমীপে আসিতেছেন ॥২০॥

গৌরী-শ্রীবৃষভানুবংশবিলসৎ কীর্ত্তিধ্বজা-কীর্ত্তিদা-
গর্ভান্তঃখনি-রত্ন-কান্তিলহরী শ্রীদাম-পুণ্যানুজা।
প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখী-নিকায়-কুমুদোল্লাসোল্লসচ্চন্দ্রিকা
মৎপ্রাণোরু-শিখণ্ডি-বাস-বড়ভী সেয়ং স্বয়ং রাধিকা ॥২১॥

অনুবাদ। গৌরাঙ্গী, শ্রীবৃষভানু বংশের সুন্দর কীর্ত্তিধ্বজা, শ্রীকীর্ত্তিদার গর্ভরূপ নিগূঢ় খনির রত্নকান্তি লহরী, শ্রীদামের

মনোহারিণী অনুজা (কনিষ্ঠা ভগ্নী), প্রাণপ্রিয়তম সখী সমূহরূপ কুমুদিনী সকলের উল্লাস বিষয়ে পরম সুন্দর চন্দ্রিকা স্বরূপা এবং আমার প্রাণরূপ মহাময়ূরের বাস-বড়ভী (বাসস্থান-বক্রকাষ্ঠ বিশেষ) স্বরূপিণী-স্বয়ং শ্রীরাধাই বটেন ॥২১॥

তেতো গোবিন্দমালোক্য গোবর্দ্ধন-শিরোমণিম্।
স্মিত্বা চারু চলাপাঙ্গী তুঙ্গবিদ্যেদমব্রবীৎ ॥২২॥

অনুবাদ। তৎপরে গোবর্দ্ধনের শিরোমণিরূপে বিরাজিত গোবিন্দকে দর্শন করিয়া চঞ্চল-কটাক্ষ-বিস্তারিণী তুঙ্গবিদ্যা মনোহর হাস্য সহকারে বলিলেন-॥২২॥

যঃ কল্কনৈর্দধিঘটং প্রকটং বিলুণ্ঠ্য
নীত্বা প্রগাঢ়-তমসা মিলিতোহতিতৃষ্ণঃ।
সোহয়ং গিরীন্দ্র-শিখরং স্ফুটমারুরোহ
রাধে ! তব প্রিয়সখো মহিলৈকচৌরঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। হে রাধে ! কলহ করিয়া দধিঘট প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করতঃ লইয়া গিয়া অতিতৃষ্ণাশীল যিনি নিবিড় অন্ধকারে মিলিত (অন্তর্হিত) হইয়াছিলেন-সেই তোমার প্রিয়-সখা মহিলৈক চৌর (স্ত্রীজন-চৌর) গিরিরাজের শিখর দেশে ঐ আরোহণ করিয়াছেন-দেখ ॥২৩॥

মূর্ত্তিং নির্জিতনূত্ন-নীরদবলদ্ গর্ব্বোন্নতিং কৈশবীং
স্ফূর্জদ্ গোপবধূ-ধ্বনদ্ধৃতি-চমূ-ধ্বংসে স্মরোদ্যদ্গদাম।
বিভ্রাজদ্ গিরিবর্য্যসুন্দর-শিরঃপট্টে স্ফুরন্তীং মনাগ্
ভঙ্গ্যালিঙ্গ্য দৃশা প্রিয়ালিবলিতা-রাধাপ্যধীরাহব্রবীৎ ॥২৪॥

কিং নব্যাম্বুদ এষ ভব্যবদনাঃ ! কিং নীল-রত্নাঙ্কুরঃ
কিং নীলোৎপল-নব্যমূর্ত্তিরপি কিং কস্তূরিকা-বিভ্রমঃ।

আস্তেষ্বেষ ন কোঽপি হন্ত যদয়ং নস্তাপয়েন্নির্ভরং
তস্মাদ্গোকুলচন্দ্র এবভবিতা শ্যামোঽদ্ভুতঃ ক্ষ্মাধরে ॥২৫॥

অনুবাদ। নূতন মেঘের বৃদ্ধিশীল অহঙ্কার রাশিকে জয় করিয়াছেন (নবনীরদ-বর্ণজয়ী), অহঙ্কৃতা গোপবধূদিগের অতিচঞ্চল ধৈর্য্যরূপ সেনাবিনাশে কামের উত্তোলিত গদা স্বরূপ, মনোরম গিরিরাজের সুন্দর শিরোদেশে বিরাজমান সেই কেশবী মূর্ত্তিকে (প্রশস্ত চিকুরবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) নয়ন ভঙ্গীতে আলিঙ্গন করিয়া তখন প্রিয়সখী সমূহ বেষ্টিতা অধীরা রাধাও বলিতে লাগিলেন, "হে ভব্যবদনা সখীগণ ! ইনি কি নবীন মেঘই হইবেন ? অথবা ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুরই বা কি ? নীলপদ্মের নব্য মূর্ত্তিই কি ? অথবা কস্তূরিকার বিভ্রম (মোহন শৃঙ্গার বিশেষই) কি হইবেন ? হায় ! তাহাদিগের মধ্যে ইনি ত কোনটীই নহেন ! যেহেতু, ইনি যে আমাদিগকে যথেষ্ট তাপ দিতেছেন–তবে বোধ হয় অদ্ভুত শ্যামল গোকুল-চন্দ্রমাই এই গিরিরাজে উদয় লাভ করিয়াছেন" ॥২৪-২৫॥

বিজিতভগণ-দীব্যৎ পূর্ণশুভ্রাংশু-শোভঃ
সখিনিকর-বৃতশ্রীর্নাপি কৃষ্ণেন্দুরেষঃ।
অয়ি ! পিক-মধু-ভৃঙ্গস্মেরমাকন্দযুক্তঃ
স্মরনৃপতিরুপেতঃ স্বেন বঃ সন্ধি-হেতোঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। "ওহে ! নক্ষত্র মালা কর্ত্তৃক উদ্দীপিত পূর্ণচন্দ্রের শোভা-বিজয়ী সখাসমূহ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্য ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ও নহেন; তবে বোধ হয়, কোকিল, মধু (পুষ্পরস, বসন্ত) ভ্রমর, প্রস্ফুটিত সহকার (আম্র) প্রভৃতি যুক্ত মন্মথরাজ তোমাদের সহিত সন্ধি (সঙ্গম) করিবার জন্য স্বয়ংই আসিয়াছেন !!" ॥২৬॥

সোঽয়ং গোষ্ঠমহেন্দ্র-পট্টমহিষী বাৎসল্য-লীলাকৃতিঃ

সোঽয়ং গোপ-মহেন্দ্রপুণ্য-বিটপি প্রৌঢ়ামৃতোদ্যৎ ফলম্।
সোঽয়ং প্রাণ-বয়স্য-জীবিতঘটা রক্ষৈকদক্ষৌষধং
সোঽয়ং ধেনুকমর্দ্দিজীবিত-ঝষ-স্ফারাম্বুধির্মাধবঃ ॥২৭॥

অনুবাদ। "ইনি গোপেন্দ্র-পট্টমহিষী শ্রীযশোদার বাৎসল্যলীলা-রসঘন-মূর্ত্তিস্বরূপ, ইনি গোপরাজের পুণ্যরূপ বৃক্ষের সুপক্ব অমৃতস্রাবী ফলস্বরূপ—ইনি প্রাণবয়স্যদিগের প্রাণচয়ের রক্ষার একমাত্র মহৌষধ-স্বরূপ—ইনিই ধেনুক-মর্দ্দনকারী বলদেবের জীবনরূপ মৎস্যের বিস্তৃত সাগর-সদৃশ—মাধব" ॥২৭॥

নিরূপ্যৈবং শশ্বদ্ গিরিধরমুরু প্রেমনিবহৈ-
স্তদা সাস্র-স্বেদ-স্নপিতশুভ-বর্ষ্মা স্মরবশা।
মুহুঃ কম্পাঘাতস্খলদচলদীব্যদ্ ঘৃত-ঘটীং
দধারার্ত্ত্যা শক্ত্যা সখি ! কর-সরোজেন সুদতী ॥২৮॥

অনুবাদ। এইভাবে পুনঃ পুনঃ গিরিধারীকে দর্শন করিয়া কাম-বশীভূতা শ্রীরাধা মহাপ্রেমরাশি বশতঃ নিরন্তর অশ্রুপাত ও ঘর্ম্মভরে স্বীয় সুশোভন দেহ স্নাত করাইলেন। হে সখি ! তখন তাঁহার মুহুর্মুহুঃ কম্পাঘাত হওয়াতে (স্বীয় মস্তকস্থিত) অচল সুন্দর ঘৃতঘটী ও স্খলিত হইতে লাগিল ; কাজেই সেই সুদতী শ্রীরাধা তখন করকমল দ্বারা ঐ ঘটী আর্ত্তি বশতঃ জোরে ধরিলেন ॥২৮॥

নেপথ্যালীং ললিত-ললিতাং দানিবর্য্যোচিতাং তাং
ধৃত্বা সন্তং ধ্বনিতমুরলীপত্রশৃঙ্গাদি-জুষ্টম্।
ঘট্টীপালৈঃ কলিত-লকুটৈর্বেষ্টিতং মিত্র-বৃন্দৈঃ
পশ্যন্ত্যস্তাঃ স্মিত-বলিতয়া হেলয়া চারু চেলুঃ ॥২৯॥

অনুবাদ। শ্রীশ্যামসুন্দর অতি সুললিত দানি-শিরোমণির উপযুক্ত শৃঙ্গারাদি ধারণ করিলেন—শব্দায়মান মুরলী-পত্রশৃঙ্গাদি দ্বারা

পরিশোভিত হইলেন, এবং যষ্টিধারী ঘট্টীপাল মিত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকিলে তখন তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা মৃদুহাস্য সহকারে অবহেলা করিয়া বা হেলা (স্পষ্ট শৃঙ্গার সূচক হাব অর্থাৎ গ্রীবার তীর্য্যক্করণ ও মুখনেত্রাদির বিকাশকারী অনুভাব বিশেষ) নামক অলঙ্কার প্রকাশ করিয়া সুন্দর ভাবে চলিতে লাগিলেন ॥২৯॥

মত্তাস্তা মধুরৈর্ভাবৈর্মধুরা মধুমঙ্গলঃ
দৃষ্ট্বা স্মিত্বাঽথ সক্রোধমুবাচ মধুমর্দ্দনম্ ॥৩০॥
গর্ব্বেণ ফুল্লমধুনা মধুনাঽতিমত্তা
মত্তালিভিঃ সমমমন্দবলাঽবলাঽপি।
গচ্ছত্যসৌ স্ফুটমদত্ত-করা হি রাধা
বাধাঃ কথং ন হি বয়স্য ! বলাৎ করোষি ॥৩১॥

অনুবাদ। মধুর ভাবে মত্তা ও সুন্দরাকৃতি তাঁহাদিগকে দেখিয়া মধুমঙ্গল হাস্য করিয়া ক্রোধের সহিত মধুমর্দ্দন (শ্রীকৃষ্ণকে) বলিলেন–"হে বয়স্য ! মধুভরে অতি মত্তা (প্রস্ফুটিত-যৌবনা) এই রাধা এক্ষণে প্রফুল্ল মনে গর্ব্বিত-চিত্তে (রূপ-যৌবন) মত্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে কর না দিয়াই অবলা (বলহীনা, নারী) হইয়াও অমন্দ-বলা (বেগের সহিত) প্রকাশ্যভাবেই যাইতেছেন– তবে কেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধা দিতেছ না ?" ॥৩০-৩১॥

হরিং জেতুং শক্তাং মদন-নৃপতেঃ শক্তিমতুলাং
ভ্রমদ্ঘণ্টীধ্বানাং গতি-বিলসিতৈস্তাং স কলয়ন্।
উদঞ্চন্নারোদ্যদ্ ভ্রমবিকৃতিমাগুণ্ঠ্য কপটান্
মৃষা রোষাদেষ স্ফুটমিদমবাদীৎ সহচরান্ ॥৩২॥

অনুবাদ। গতিবিলাসের দ্বারা মেখলা-দাম নিবদ্ধ ইতস্ততঃ

সঞ্চাল্যমান ক্ষুদ্র ঘণ্টী (কিঙ্কিণী) সমূহের ধ্বনি উত্থিত হইয়া মদনরাজের অতুলনীয় শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিতেছে ; (সিংহবীর্য্য) শ্রীহরি যখন দেখিলেন যে ঐ ধ্বনিরূপ (মদনরাজের অনুপম) শক্তিতে তাঁহার পরাজয় অনিবার্য্য, তখন তিনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল কামময় ভ্রমবিকারাদি চেষ্টাসমূহ অবহিত্থাক্রমে গোপন করিলেন এবং মিথ্যা রোষভরেই যেন সহচরদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—॥৩২॥

সত্যং ব্রবীতি মধুমঙ্গল এষ ধূর্ত্তা
দানং নিপাত্য মম যান্তি মদোরুগর্ব্বাঃ।
পশ্যাদ্য দর্পমধুনা মম মিত্রবর্গ !
গৃহ্লামি দানমচিরাদহমেক এব ॥৩৩॥

অনুবাদ। 'এই মধুমঙ্গল সত্যই বলিয়াছে, এই ধূর্ত্তা রমণীগণ মদভরে নিরতিশয় অভিমানিনী হইয়া আমার দান বিনাশ করিয়া যাইতেছে ! হে মিত্রবর্গ ! এক্ষণে তোমরা আমারও গর্ব্ব নিরীক্ষণ কর—আমিই একাকী অবিলম্বে সকলেরই দানগ্রহণ করিতেছি' ॥৩৩॥

শৃঙ্গাণি বাদয়ত ভো মুরলীস্তথালীঃ
সংরক্ষত স্ফুটমিতস্তত এব যান্তীঃ।
রাধামহং কুটিল-যৌবত-বর্য্য-নাথাং
রুদ্ধাং করোমি সহসা ভুজয়োর্যুগেন ॥৩৪॥
ঘট্টীপাল-সহস্র-বর্য্য সুবল ! ত্বং তাং বিশাখাং হঠাদ্
ঘট্টীকুট্টিমপট্টরক্ষক সখে ! চিত্রাং ত্বমত্রোজ্জ্বল !
সভ্যশ্রেষ্ঠ বসন্ত ! চম্পকলতাং ত্বং তুঙ্গবিদ্যাং তথা
বর্ত্মপ্রেক্ষক-লক্ষদক্ষ ললিতাং ত্বং কোকিলাবেষ্টয় ॥৩৫॥

অনুবাদ। "তোমরা কেহ কেহ শিঙ্গা ও মুরলী বাজাও, এবং কেহ

কেহ ইতস্ততঃ পলায়নকারিণী সখীগণকে অবরোধ কর। আর আমি স্বয়ং কুটিল-যৌবত-বর্য্যনাথা (কুটিল যৌবন-বর-স্বামিনী) শ্রীরাধাকে এই ভুজ-যুগলেই অবরোধ করিতেছি"। "হে ঘট্টীপালসহস্র-শ্রেষ্ঠ সুবল! তুমি ঐ বিশাখাকে হঠাৎ রুদ্ধ কর; দান ঘাটের মণিময় ভিত্তি রক্ষক সখা উজ্জ্বল! তুমি ঐ চিত্রাকে ধর; হে সভ্যশ্রেষ্ঠ বসন্ত! তুমি ঐ চম্পকলতা ও তুঙ্গবিদ্যাকে এবং হে লক্ষ লক্ষ পথ পরিদর্শকগণ হইতে ও সুদক্ষ কোকিল! তুমি ললিতাকে বেষ্টন কর" ॥৩৪-৩৫॥

স্মৈরৈরেতৈঃ সপদি পরিতো বেষ্ট্যমানাভিরাভি
র্বাগাটোপৈঃ প্রিয়সখকুলেষ্বাশু সংস্তম্ভিতেষু।
রঙ্গৈর্ভঙ্গ্যা কুটিল-বচসাং রাধয়া সংস্তুতোঽসৌ
কৃষ্ণঃ কোপাদিব সখি! তদা গর্ব্বিতাং তামবাদীৎ ॥৩৬॥

অনুবাদ। হে সখি! সেই সহচরগণ হাস্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে সহচরীগণকে বেষ্টন করিলে তখন ইহারা বাগাড়ম্বর সহকারে প্রিয়সখাগণকে শীঘ্রই স্তব্ধ করিয়া ফেলিলেন। কুটিল (বক্র) বাক্য-জালের রঙ্গ ভঙ্গিতে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণ কোপ করিয়াই যেন তখন গর্ব্বিতা শ্রীরাধাকে বলিতে লাগিলেন—॥৩৬॥

নিত্যং গর্ব্বিণি! বন্যবর্ত্মনিমিষাৎ সঙ্গোপ্য গব্যাদিকং
বিক্রীণাসি শঠে! ত্বমত্র পতিতা ভাগ্যেন হস্তেঽদ্য মে।
ত্বাং বদ্ধোরুমনোজরাজ-পুরতো নেষ্যাম্যবশ্যং তথা
প্রীত্যা যচ্ছতি মহ্যমেব স যথা তারুণ্যরত্নানি বঃ ॥৩৭॥

অনুবাদ। "হে গর্ব্বিণি! বন পথে ছলক্রমে গব্যাদি গোপন করিয়া নিত্যই বিক্রয় করিয়া থাক! হে শঠে! অদ্য ভাগ্যক্রমে তুমি এই স্থানে আমার হস্তে পতিতা হইয়াছ। অতএব তোমাকে বন্ধন করিয়া

অবশ্যই আমি (মহা) মন্মথরাজ গোচরে এইভাবে লইয়া উপস্থাপিত করিব, যাহাতে তিনি তোমাদের তারুণ্য (যৌবন) রত্ন-সমূহ আমাকেই প্রীতির সহিত সমর্পণ করেন” ॥৩৭॥

আস্ত্বদ্‌বিধানপ্যবলাগণান্‌ কিং
নেষ্যামি তস্যোরুনৃপস্য পার্শ্বে ?
দাস্যামি শিক্ষামহমেব সাক্ষা-
ত্তদদ্বিতীয়ো ব্রজপত্তনেঽস্মিন্‌ ॥৩৮॥

বধ্নামি তূর্ণমনয়া বনমালয়া ত্বাং
মথ্নামি হন্ত ! দশনচ্ছদমত্র দন্তৈঃ।
সন্দারয়ামি কুচয়োর্যুগলং নখাস্ত্রৈ
র্দানং ন চেজ্ঝটিতি যচ্ছসি চৌরিকে !ত্বম্‌ ॥৩৯॥

অনুবাদ। “আঃ ! তোমাদের ন্যায় অবলাগণকেও কি সেই মদন-মহারাজের পার্শ্বে লইয়া যাইব ? এই ব্রজমণ্ডলে আমিই অদ্বিতীয় (মদন), অতএব স্বয়ংই তোমাদিগকে শিক্ষা দিব।”
“হে চৌরিকে ! যদি মদীয় দান শীঘ্রই আদায় না কর, তবে তোমাকে এই বনমালা দ্বারা এক্ষণই বন্ধন করিতেছি ; এই দন্তরাজিদ্বারা এই তোমার অধর মন্থন (দংশন) করিতেছি ; নখরাস্ত্র দ্বারা এক্ষণই তোমার কুচযুগল বিদারণ করিতেছি” !! ॥৩৮-৩৯॥

ইত্থং প্রজল্প-রভসাত্তরসা তদীয়-
রক্তাম্বরাঞ্চলমনল্পকচঞ্চলেঽস্মিন্‌।
ধর্ত্তুং সমিচ্ছতি রুষা পরুষাক্ষরং তং
চঞ্চদ্দৃগঞ্চলকলা সুকলা ললাপ ॥৪০॥

অনুবাদ। এইভাবে বাক্য বিন্যাস করিতে করিতে অতি চঞ্চল শ্যামসুন্দর যখন হঠাৎ তদীয় রক্তবস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা

করিলেন, তখনই সেই কমনীয় (চঞ্চল) কটাক্ষ-কলা-বিস্তারিণী সুন্দরী বা সুকলা (নিখিল কলাবিৎ) শ্রীরাধা ক্রোধসহকারে কঠোর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥৪০॥

দূরেষু তিষ্ঠ ন হি মাং স্পৃশ ধৃষ্ট ধূর্ত্ত !
যান্তীং সুযাগভবনং ব্রতিনীং পবিত্রাম্।
স্পৃষ্টং তবাদ্য মরুতাঽপি মদীয়গব্যং
শ্যামীভবন্ন ভবিতা শুভযজ্ঞ-যোগ্যম্ ॥৪১॥

অনুবাদ। "হে ধৃষ্ট ! হে ধূর্ত্ত !! দূরে থাক, (অনেক) দূরে থাক ; ব্রতচারিণী পবিত্রা সুযজ্ঞভবনে গমনকারিণী আমাকে স্পর্শ করিও না। যদি তোমার গাত্র-বায়ু দ্বারাও আমার এই গব্য অদ্য স্পৃষ্ট হয়, তবে তাহা শ্যামীভূত (অশুদ্ধ) হইয়া গেলে আর শুভযজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে না" ॥৪১॥

কামার্ণবোচ্ছলিত-ঘর্ম্ম-জলাভিষেকৈঃ
শুদ্ধোঽস্মি কিং ন কিল পশ্যসি দীর্ঘনেত্রে !
তস্মাত্ত্বয়া সহ মহোজ্জ্বল নাম সত্রং
কর্ত্তুং লসামি সময়া শুভ-ধর্ম্মপত্ন্যা ॥৪২॥

অনুবাদ। "হে দীর্ঘ নেত্রে ! তুমি কি দেখিতেছ না-যে আমি কামসমুদ্রের উদ্বেলিত ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইয়া শুদ্ধ হইয়াছি ; কাজেই সমানা (সমান ধর্ম্মবিশিষ্টা) শুভ ধর্ম্ম-পত্নী তোমার সহিত 'মহোজ্জ্বল' নামক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিয়া বিরাজিত আছি" ॥৪২॥

এতাং বয়স্য ! মৃদু হৃদ্যবচঃ-প্রবন্ধ-
রঙ্গৈঃ সুরঞ্জিততরাং নিতরাং বিধায়।
দানং গৃহাণ নিজমাশ্বিতি কোকিলোক্ত-

মাশ্রুত্য সস্মিতমনন্ত-বিচিত্রলীলঃ ॥৪৩॥
সব্যং করং সুভগ-সব্য-কটৌ নিধায়া-
সব্যেন কৃষ্টপটসৃষ্টমুখার্দ্ধগুণ্ঠাং।
শীর্ষ্ণি স্ফুরন্নবঘৃতোজ্জ্বল হেম-কুম্ভাং
ভঙ্গ্যা ভ্রমৎস্মিতদৃশং স জগাদ রাধাম্ ॥৪৪॥

অনুবাদ। "হে বয়স্য ! এই শ্রীরাধাকে নীরবে প্রকৃষ্টভাবে মৃদুল বন্ধন (পরিরম্ভণ) রঙ্গে অথবা মৃদু হৃদয়গ্রাহী বাক্য-প্রয়োগ-কৌতুকে আরো সুরঞ্জিততর (সুপ্রসন্না) করিয়া নিজ দান শীঘ্রই গ্রহণ কর।" কোকিলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অনন্ত বিচিত্র লীলাময় (পুরুষরত্ন) সহাস্যে সুন্দর বাম কটিতে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীরাধার অবগুণ্ঠনবস্ত্র আকর্ষণ করিলে তদীয় মুখের অর্দ্ধাংশ অবগুণ্ঠিত হইল ; মস্তকে নবঘৃত-পূর্ণ-উজ্জ্বল-হেমকুম্ভবাহিনী, ভঙ্গীক্রমে ভ্রাম্যমাণ-স্মিত-নয়না শ্রীরাধাকে শ্যামসুন্দর বলিলেন–॥৪৩-৪৪॥

ঘট্টীকুট্টিমসৃষ্টপট্ট-নিকটে রাধে ! ঘটীং স্থাপয়
প্রোদ্যৎ সৌরভসদ্মপদ্ম-পবনৈঃ শ্রান্তিং ক্ষণং বারয়।
দীব্যন্নব্য-সুগব্যদান-বিলসল্লেখং মুহুঃ কারয়
ক্রূরস্যালিকুলস্য দানমচিরাদারাৎ স্বয়ং দাপয় ॥৪৫॥

অনুবাদ। "হে রাধে ! এই দানঘাটীর মণিভিত্তির নিকটে ঘটী স্থাপন কর,–দিগন্তবিস্তারি সুগন্ধিবাহি পদ্মবায়ু দ্বারা ক্ষণকালের জন্য শ্রান্তি দূর কর ; দিব্য নব্য সুগব্যের দান জন্য উপযুক্ত লেখা প্রস্তুত করাও, আর ক্রূর সখীসমূহের দান ও অবিলম্বে স্বয়ংই আমার নিকটে আসিয়া দান করাও" ॥৪৫॥

আগচ্ছ হে লিপিপতে মধুমঙ্গলেহ

পঞ্জীং পঠন্ দৃঢ়মতিঃ কুরু সত্যলেখম্।
উৎকোচলোভভরতো যদি নাশয়েস্ত্বং
দ্রব্যাণি মে কিল তদা ভবিতাহসি দণ্ড্যঃ ॥৪৬॥

অনুবাদ। "হে লিপিপতি মধুমঙ্গল ! এখানে আস ত। পঞ্জী (রাজস্ব নিয়মাদি)-পাঠ করিয়া দৃঢ়মতি হইয়া যথার্থ লেখাই প্রস্তুত কর ; যদি তুমি উৎকোচের লোভে আমার দ্রব্যগুলি নাশ কর, তবে তুমিও দণ্ডনীয় হইবে, মনে রাখিও" ॥৪৬॥

আগচ্ছ কচ্ছমবধেহি বিধেহি লেখং
দানং নু দেহি ন হি ধেহি কলিং হি রাধে !
বীটীঞ্চ ভুঙ্‌ক্ষ্ব সরসং কুরু বক্ত্রবিম্বং
পুণ্যাহমাচর পুরঃ সময়ঃ শুভোহয়ম্ ॥৪৭॥

অনুবাদ। "হে রাধে ! নিকটে আস, সাবধান হও, লেখা প্রস্তুত করাও, দান আদায় কর, আর বিবাদ করিও না ; তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া বদন-বিম্ব সরস কর, পুণ্যাহ আচরণ কর–এই উপস্থিত সময়টি অতীব শুভ" ॥৪৭॥

যস্য যন্নিয়তদানমমুষ্য-বস্তুনঃ সুদৃঢ়মুচ্যতে ময়া।
তত্তদেব কিল লিখ্যতাং ত্বয়া যত্নতো লিখনশূর-বয়স্য ॥৪৮॥

অনুবাদ। "হে লিখন-শূর বয়স্য ! যে বস্তুর যাহা নির্দ্দিষ্ট মূল্য, আমি যথার্থই বলিতেছি ; তুমি তাহাই যত্নপূর্ব্বক লিখ ত" ॥৪৮॥

গব্যস্য ভব্যবদনে ! প্রতিপাত্রমত্র
দানং কিল প্রতিজনং ব্রজসুন্দরীণাম্।
বৃন্দানি পঞ্চ-বিলসন্নবহীরকাণাং
যৎ সৌভগাদিকমলভ্যমনেন লভ্যম্ ॥৪৯॥

অনুবাদ। "হে সুন্দরাননে ! ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যেকের গব্যাদি

প্রতিপাত্রের জন্য পাঁচ বৃন্দ অত্যুজ্জ্বল নব হীরকই দান-যেহেতু সৌভাগ্য (সমৃদ্ধি গৌরবাদি) পৃথিবীতে দুর্ল্লভ হইলেও কিন্তু আমিই ঐ সব লাভের (ভোগের) অধিকারী" ॥৪৯॥

সীমন্তকান্তি-বিলসন্নবরাগ বল্গু-
সিন্দূরয়োস্তপন-কান্তমণীন্দ্র-লক্ষম্।
বেণী-বরালককুলোজ্জ্বল-কজ্জলানাং
গারুত্মতেন্দ্র-মণি-মঞ্জুল-লক্ষযুগ্মম্ ॥৫০॥

অনুবাদ। "সীমন্তকের (সীঁতির) কান্তি এবং সুন্দর নবরাগ (রক্তবর্ণ) মনোরম সিন্দূর বিন্দুর জন্য লক্ষ সূর্য্যকান্ত মণি-শ্রেষ্ঠই দান। বেণী, অত্যুৎকৃষ্ট অলকাসমূহ ও উর্জ্জ্বল কজ্জলাদি প্রত্যেকের জন্য মনোমদ মরকত মণি, ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতির দুই লক্ষই দান" ॥৫০॥

স্বর্ণার্দ্ধচন্দ্র নিভ-ভালতলস্য সুভ্রু !
শুভ্রাংশুকান্ত-মণিলক্ষমতুচ্ছশোভম্।
কস্তূরিকা-রচিত-ভালবিশেষকস্য
গারুত্মতৈর্ঘটিত-চন্দ্রমসোঽর্ব্বুদানি ॥৫১॥

অনুবাদ। "হে সুন্দরী ! স্বর্ণাভ অর্দ্ধচন্দ্র তুল্য ললাট দেশের জন্য সাতিশয় শোভাবিশিষ্ট এক লক্ষ চন্দ্রকান্তমণিই দান। ললাটস্থ কস্তূরিকা-রচিত তিলকের জন্য মরকত মণি-জটিত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ চন্দ্রই দান" ॥৫১॥

ভ্রূযুগ্মকস্য কুটিলস্য শরাসনানি
সন্নীল-রত্নরচিতান্যযুতানি পঞ্চ।
কর্ণদ্বয়স্য রুচিরস্য মনোজ্ঞ-নব্য-
বৈদূর্য্য-মৌর্ব্বদৃঢ়-সদ্গুণপুঞ্জপুঞ্জাঃ ॥৫২॥

অনুবাদ। "কুটিল ভ্রূযুগলের দান–পাঁচ অযুত সুন্দর নীলরত্ন-খচিত শরাসন (ধনু) এবং রুচির কর্ণদ্বয়ের জন্য মনোজ্ঞ নবীন বৈদূর্য্য-মণিময় মূর্ব্বা লতার সুদৃঢ় উত্তম গুণ (রজ্জু) পুঞ্জের বহু রাশিই দান" ॥৫২॥

কামং কটাক্ষ-বিশিখস্য সুপর্ণরত্ন-
সংনির্ম্মিতা দশ-লক্ষাণি শরাঃ সুতীক্ষ্ণাঃ।
অক্ষ্ণোর্যুগস্য সুভগস্য মসারসার-
নীলোৎপলানি নিযুতানি যুতানি গন্ধৈঃ ॥৫৩॥
কার্ত্তস্বরৈর্ঘটিত-কীরকিশোরচঞ্চূ-
পুঞ্জঃ প্রকৃষ্টতিল-পুষ্প-সুনাসিকায়াঃ।
সদ্‌গণ্ডয়োর্মধুর-কাঞ্চন-দর্পণানাং
বৃন্দং নবস্ফটিকতোঽপ্যতিচিক্কণানাম্ ॥৫৪॥

অনুবাদ। "প্রতি কটাক্ষ বাণের জন্য না হয়, মরকতমণি-নির্ম্মিত দশ লক্ষ সুতীক্ষ্ণ শরই দান দিলে চলিবে। সৌভাগ্যবান্ অক্ষি যুগলের দান–ইন্দ্রনীলমণির সারময় নিযুত নিযুত সুগন্ধি নীলপদ্ম।" "অত্যুৎকৃষ্ট তিল কুসুম বিনিন্দী মনোহর নাসিকার জন্য শুক-কিশোরের স্বর্ণঘটিত চঞ্চূ পুঞ্জই দান। সুন্দর গণ্ডযুগলের দান–নবস্ফটিক হইতেও অতিশয় চিক্কণ এক বৃন্দ মনোহর স্বর্ণ দর্পণ" ॥৫৩-৫৪॥

সর্ব্বোপমা-মহিমমর্দ্দি-মুখস্য পূর্ণ-
শুভ্রাংশু-লক্ষমথ ফুল্লসরোজলক্ষম্।
উদ্দামধামমণিদর্পণ-লক্ষমত্র
সৌবর্ণমেব চিবুকস্য চ রত্নপুঞ্জাঃ ॥৫৫॥

অনুবাদ। "সকল উপমার মহিমা-মর্দ্দনকারী মুখের দান–

লক্ষপূর্ণচন্দ্র, লক্ষ প্রস্ফুটিত পদ্ম আর স্বর্ণঘটিত সাতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট লক্ষ মণিদর্পণ। এবং ঐ চিবুকের জন্য রাশিরাশিরত্নই দান" ॥৫৫॥

বিম্বাধরস্য মধুরস্য সুরাগপদ্ম-
রাগৈকপদ্মমিহ পদ্মবর-প্রভায়াঃ।
সংপক্বদাড়িম ফলোজ্জ্বলবীজ-নিন্দি
দন্তাবলেঃ শিখরলক্ষং দৃষ্টকক্ষম্ ॥৫৬॥

অনুবাদ। "এই পদ্মবর-প্রভা-বিশিষ্টা তোমার মধুর বিম্বাধরের জন্য সুন্দর-কান্তি পদ্মরাগ মণির এক পদ্মই দান। সুপক্ব দাড়িম ফলের উজ্জ্বল বীজ-নিন্দি দন্ত সমূহের জন্য অতুলনীয় লক্ষ শিখরই (মাণিক্যবিশেষই) দান" ॥৫৬॥

যোঽয়ং ত্বদ্ বদনারবিন্দ-চিবুকে কস্তূরিকা-কল্পিতঃ
সম্যক্ সুন্দরবিন্দুরিন্দুবদনে ! নিঃসঙ্গভৃঙ্গো মতঃ।
স স্মেরাং মম দৃঙ্ মিলন্মধুকরীমালিঙ্গতু প্রেমতঃ
সত্যং দানমিদং প্রিয়ে ! নহি পরং কিঞ্চিন্ময়া যাচ্যতে ॥৫৭॥

গানামৃতাব্ধি-পরিবেষণ-দক্ষ-দর্ব্বী
দিব্যাতি রক্তরসনা-রমণীয়তায়াঃ।
কর্পূর-সার-পরিবাসিত-নব্যহৃদ্য
মাধ্বীক-পূর্ণ-চষকাবলিরদ্য সদ্যঃ ॥৫৮॥

অনুবাদ। "হে চন্দ্রবদনে ! তোমার বদনারবিন্দ-চিবুকে মৃগমদ-রচিত এই যে একটি অতিসুন্দর বিন্দু দৃষ্ট হইতেছে–তাহা যেন ঠিক নিঃসঙ্গ ভ্রমর বলিয়াই মনে হয়। অতএব, তাহা আমার নয়ন-রূপ মিলনাকাঙ্ক্ষী হাস্যশীলা ভ্রমরীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করুক, ইহাই সত্য দান, এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছু যাচঞা করিতেছি না।"
"গানামৃত সমুদ্রের পরিবেশন-কার্য্যে সুনিপুণ দর্ব্বী (হাতা) রূপ

দিব্য অতিশয়-রক্তবর্ণ রসনার (জিহ্বার) রমণীয়তার জন্য অদ্য এক্ষণই কর্পূরের সার দ্বারা সুবাসিত নূতন ও আনন্দদায়ক মধুপূর্ণ পান পাত্র রাশিই দান দাও" ॥৫৭-৫৮॥

ফুল্লীভবৎ স্মিতলবস্য সুতার-মঞ্জু
মুক্তাফলৈর্বিহিত-কৈরব-কোটিরদ্ধা।
পীযূষসার-পরিপূরিত-শাতকুম্ভ-
কুম্ভাযুতং মসৃণমঞ্জুলজল্পিতস্য ॥৫৯॥

অনুবাদ। "প্রস্ফুটোন্মুখ (মৃদু মধুর) সুহাস্য লেশের তত্ত্বতঃ (সত্যই) দান-স্থূল মনোহর মুক্তাফল রচিত এক কোটি কৈরব (শ্বেতোৎপল)। মসৃণ (কোমল) মনোজ্ঞ বাক্য বিন্যাসের জন্য অমৃতসারে পরিপূর্ণ অযুত স্বর্ণকুম্ভই আমার দান" ॥৫৯॥

শব্দগ্রহোচ্চলিত-সুন্দর-শাতকুম্ভ
তাটঙ্কয়োর্মসৃণচুম্বক-রত্নমেকম্।
নাসাগ্রলগ্ননবকাঞ্চন-তন্তু-বদ্ধ-
মুক্তাফলস্য রুচি-বিস্ফুরিতার্কমালাঃ ॥৬০॥

অনুবাদ। "কর্ণযুগলে চঞ্চলায়মান অতি সুন্দর স্বর্ণতাটঙ্ক যুগলের জন্য একটি মসৃণ অয়স্কান্ত (চুম্বক) মণিই দান। নাসাগ্রদেশে লগ্ন রত্নময় নব স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ মুক্তাফলটীর জন্য দীপ্তিশীল স্ফটিক্ মালাই দান" ॥৬০॥

সুরভিবদনরঙ্গে মুগ্ধ-গন্ধং যদা তে
স্ফুরিত-মৃদুলচালং চারু তাম্বূলমুৎকম্।
নটতি ললিত-রঙ্গৈস্তস্য দানং তদানীং
নটনভুবি মদাস্যেঽপ্যাশু সংনর্ত্তয়েতি ॥৬১॥

অনুবাদ। "তোমার সুগন্ধি বদন-রূপ রঙ্গমঞ্চে যখন মনোহর, গন্ধ-

বিস্তারীও সুন্দর তাম্বূল মৃদুমধুর গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চাল্যমান হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে ললিত-রঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক নর্ত্তন করে, তখন তাহার দান স্বরূপে মদীয় বদন-রূপ নাট্যস্থলেও তাহাকে শীঘ্রই সম্যক্ নর্ত্তন করাও—এই প্রার্থনা" ॥৬১॥

কম্বুশ্রিয়া কলিত-কণ্ঠবরস্য হেম-
শঙ্খাবলির্বলিত-বল্গুভুজদ্বয়স্য।
স্বর্ণোল্লসন্মসৃণ-মঞ্জু-মৃণাল-পালি-
বৈদূর্য্য-পঙ্কজততিঃ করয়োর্দ্বয়োশ্চ ॥৬২॥

অনুবাদ। "তোমার শঙ্খবৎ (রেখাত্রয়-যুক্ত) সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট মনোহর কণ্ঠের জন্য হেম-জটিত শঙ্খাবলিই দান। আর সুবলিত মনোহর বাহুযুগলের জন্য স্বর্ণময় মসৃণ মনোজ্ঞ মৃণাল সমূহই এবং করযুগলের জন্য বৈদূর্য্যমণিজটিত পদ্মরাশিই দান" ॥৬২॥

হস্তাঙ্গুলী-সমুদয়স্য মনোহরস্য
গন্ধোন্নতাঃ কনক-বন্ধুর-গন্ধফল্যঃ।
পৃষ্ঠস্থলী-পুরট-সুন্দর-পট্টিকায়াঃ
কুঞ্জে প্রসূন-শয়নে স্বপনাদি-কেলিঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ। "মনোহর হস্তাঙ্গুলী সমুদয়ের জন্য সুগন্ধি স্বর্ণময় ও সুমনোহর গন্ধফলী (চম্পক-কলিকা) রাশিই দান। পৃষ্ঠস্থলীয় স্বর্ণবর্ণ সুন্দর পট্টিকার (অর্থাৎ সমগ্র পৃষ্ঠদেশের) জন্য কুঞ্জে কুসুমশয্যায় শয়ন ইত্যাদি কেলিই দান" ॥৬৩॥

মত্ত-দ্বিপেন্দ্র-মদগন্ধিত-কুম্ভ-যুগ্ম-
গর্ব্বপ্রহারি-কুচকুম্ভযুগস্য তস্য।
হৈমানি মঞ্জু-মুখি ! দাড়িম-বিল্ব-তাল-
সদ্ধাম-নিস্তলললামফলানি লক্ষম্ ॥৬৪॥

অনুবাদ। "হে মনোজ্ঞ-বদনে ! মত্ত-গজবরের মদ (দানবারি) গন্ধিত কুম্ভ-(মাংসপিণ্ড বিশেষ) যুগলেরও গর্ব্বনাশন তোমার এই কুচকুম্ভদ্বয়ের জন্য সুবর্ণময় দাড়িম, বিল্ব, তাল প্রভৃতি সুন্দর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বর্ত্তুলাকার লক্ষ ফলই দান" ॥৬৪॥

মধ্যং কেশরিবর্য্যমধ্যমিব যজ্জ্যায়োরসস্যাস্পদং
বাদ্যৎ-কিঙ্কিণি-রক্তবস্ত্র-বিলসদ্বদ্ধং বলীডোরকৈঃ।
তস্যোরূৎকটদানমপ্যুরুনৃপাদ্ যত্নৈর্ময়া গোপ্যতে
যদ্যাদৌ তব নীবি-বন্ধন-মণিং গূঢ়ং করে মেহর্পয়েঃ ॥৬৫॥

অনুবাদ। "উজ্জ্বল-রস-নিধান, শব্দায়মান-কিঙ্কিণী-শোভিত, রক্ত-বস্ত্র মধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত এবং বলিরূপ ডোরদ্বারা বদ্ধ যে তোমার সিংহ মধ্যবৎ ক্ষীণ মধ্যদেশ—তাহার জন্য কিন্তু বহু উৎকট (অপরিমিত) দান দিতে হইবে। যদি তোমার নীবি-বন্ধনের মণিটী পূর্ব্বেই আমার হস্তে গোপনে অর্পণ কর, আমিও তবে (মন্মথ) মহারাজ হইতে এবিষয়টী যত্ন সহকারে গোপনে রাখিতে পারি" ॥৬৫॥

ইয়ং নীবী রাধে ! নিজনিবিড়বন্ধং দবয়িতুং
ভবদ্ভীত্যা ভঙ্গ্যা ময়ি বিতনুতে যাচন-বিধিম্।
তথা তং তূর্ণং ত্বং দবয় মদনেন্দূদয়কৃতে
যথাঽসৌ তুষ্ট্যা তে করমুরুকটৌ নো রচয়তি ॥৬৬॥

অনুবাদ। "হে রাধে ! নিজের দৃঢ় বন্ধন দূর করিবার জন্য এই নীবি তোমার ভয়ে ভঙ্গীক্রমে আমার নিকটে প্রার্থনা জানাইতেছে—অতএব তুমি অতি শীঘ্রই ঐ বন্ধনটী মোচন কর, যাহাতে মদনচন্দ্রমা উদিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তোমার কটিদেশের আর বেশী কর (দান) গ্রহণ না করেন ॥৬৬॥

নাভিস্ফুরদ্ধ্রদ-তদুত্থিত-রোমপালী-

ব্যালীঃশিরঃ স্ফুরিতরত্নসুনায়কানাম্।
বৈদূর্য্য মঞ্জুল-মসার-বরাব্জরাগ-
রত্নানি তানি নিযুতানি নব ক্রমেণ ॥৬৭॥

অনুবাদ। "সুন্দর নাভিহ্রদ এবং তাহা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত রোম-রাজি-রূপ সর্পীও তাহার শিরোদেশে বিরাজিত রত্নখচিত সুন্দর নায়ক মণি সমূহের জন্য বৈদূর্য্য, মনোহর ইন্দ্রনীল, সুন্দর পদ্মরাগ প্রভৃতির ক্রমশঃ নয় নিযুত মণিই দান" ॥৬৭॥

সন্নীলপট্টপটরঞ্জকমঞ্জু-কাঞ্চী-
সঞ্চার-চারু-চটুলোচ্চনিতম্বকস্য।
সংপ্রোল্লসৎপুরট-পীঠ-নবার্বুদানি
দানীন্দ্রকস্য মম যোগ্য-বরাসনানি ॥৬৮॥

অনুবাদ। "সুনীল পট্টবস্ত্রের শোভাবৃদ্ধিকারী, মনোজ্ঞ কাঞ্চীর সঞ্চারণ হেতু সুচারু, চটুল ও উচ্চ নিতম্বের দান স্বরূপে সুদীপ্ত নব অর্ব্বুদ স্বর্ণময় পীঠই (আসনই) দানি-শিরোমণি আমার উপযুক্ত বরাসন" ॥৬৮॥

ঊরুদ্বয়স্য কনকৈঃ কৃতচারু-রম্ভা-
স্তম্ভাবলির্দলিত-সৎকরভ-প্রভস্য।
মঞ্জীর-মঞ্জুল রণচ্চরণারবিন্দ-
দ্বন্দ্বস্য রক্তমণিনির্ম্মিত-পল্লবালী ॥৬৯॥

অনুবাদ। "অতি সুন্দর হস্তিশুণ্ডের শোভা-বিজয়ী ঊরুদ্বয়ের জন্য স্বর্ণ-জটিত মনোহর রম্ভা-স্তম্ভ সমূহই দান। নূপুরের মনোজ্ঞ ধ্বনিযুক্ত চরণারবিন্দ যুগলের দান–রক্ত (পদ্মরাগ) মণি নির্ম্মিত পল্লব সমুদয়" ॥৬৯॥

স্মর-রসময়-রাজৎ-ক্ষীণতুন্দস্য তস্য

রুচিরতরতরঙ্গপ্রায়তির্য্যগ্ বলীনাম্।
অয়ি ! তদনুভবাখ্যং রত্নযুগ্মং নখানাম্
উদয়দরুণচন্দ্রজ্জ্যোতিষাং রত্ন-চন্দ্রাঃ ॥৭০॥

অনুবাদ। "স্মর (কাম) রসময় এই সুন্দর ক্ষীণোদর ও তাহার মনোহরতর তরঙ্গবৎ প্রতীয়মান বক্র বলি-সমূহের জন্য তত্তৎ 'অনুভব' নামক রত্নযুগল এবং উদীয়মান অরুণবর্ণ চন্দ্রপ্রভাবৎ দীপ্তিযুক্ত নখসমূহের জন্য রত্নজড়িত চন্দ্রমারাজিই দান" ॥৭০॥

ফুল্লকাঞ্চন সমুদ্গাক-গর্ব্ব-ধ্বংসিনোস্তব বরেণ্য-জানুনোঃ।
কাঞ্চন-প্রকটিতাং কটকোটিংকাঞ্চন প্রকটদানমানয় ॥৭১॥

অনুবাদ। "সুতপ্ত (দীপ্তিশীল) কাঞ্চন সম্পুটের (কৌটার) গর্ব্ব নাশক তোমার বরেণ্য জানুদ্বয়ের জন্য কাঞ্চন (স্বর্ণ) জটিত কোনও (অনির্ব্বচনীয়) এক কোটি কটই (সম্পুট) সাক্ষাৎ দান আনয়ন কর" ॥৭১॥

হারাদ্যলঙ্কৃতি-চয়স্য মনোজ্ঞরশ্মে-
স্ত্বৎস্পর্শরত্নমতুলং মৃদু-কণ্ঠলগ্নম্।
ত্বৎ কিঙ্কিণী-বলয়-নূপুর-নিক্বণানাং
কামং মহোন্নত-মণিদ্বয়মেব হৃদ্যম্ ॥৭২॥

অনুবাদ। তোমর মনোহর কান্তিযুক্ত হারাদি অলঙ্কার সমূহের জন্য আমার কণ্ঠলগ্ন কোমল অতুলনীয় সুন্দর স্পর্শ-রত্নই দান। তোমার কিঙ্কিণী, বলয় ও নূপুরাদির ধ্বনির জন্য না হয় হৃদয়স্থিত মহোন্নত মণিদ্বয়ই (স্তনযুগলই) দান ॥৭২॥

সন্নীল-রক্তবসনদ্বয়-কঞ্চুকানাং
প্রোদ্যৎপ্রবাল-নব-মঞ্জু-মসার-মালাঃ।।
ত্বচ্ছারিকা-মৃগবধূ-মহতী-ময়ূরী-

লীলাব্জ-নর্ত্তনততের্বর-রত্ন-কোট্যঃ ॥৭৩॥

অনুবাদ। নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ সুন্দর বস্ত্র (অন্তর্বাস ও বহির্বাস) যুগল ও কঞ্চুক প্রভৃতির জন্য অতি নূতন প্রবাল-খচিত ও নব মনোজ্ঞ ইন্দ্রনীল মণির মালাসমূহই দান। তোমার শারিকা, মৃগবধূ, মহতী বীণা, ময়ূরী, লীলাপদ্ম ও নর্ত্তনাদির জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কোটি কোটি রত্নই দান ॥৭৩॥

কান্ত্যা যস্য ক্ষিতি-বন-গিরি-গ্রামলোকাঃ সমস্তাঃ
সাক্ষাজ্জাতাঃ সুভগবদনে ! হন্ত জাম্বূনদাভাঃ।
তস্য ভ্রাম্যদ্দ্যুতিভরবলদ্ গন্ধফল্যাবলীনাং
জৈত্রস্যোচ্চৈঃ কনক-গিরয়ো গৌরবর্ণস্য কোট্যঃ ॥৭৪॥

অনুবাদ। হে সুভগবদনে ! যে গৌর বর্ণের ছটায় পৃথিবী, বন, পর্ব্বত, গ্রাম এবং লোক-সমুদয়ই সাক্ষাৎ হেমবর্ণ ধারণ করিয়াছে, হায় ! ইতস্ততঃ কান্তিরাশি-বিচ্ছুরণশীল চম্পক-কলিকা সমূহের ও সাতিশয় পরাভবকারী সেই গৌরবর্ণের দান–কোটি কোটি স্বর্ণগিরি ॥৭৪॥

গৌরাঙ্গাণাং কমলঘুসৃণপ্রায়-সৌরভ্য-সিন্ধো
র্বাতেনাপি ব্রজবনমিদং বাসিতং তন্বতস্তে।
এতস্যান্যৎ কিমপি ন ময়া দৃশ্যতে দানযোগ্যং
যাতায়াতং কুরু সখি ! সদা দানমেতন্মদীয়ম্ ॥৭৫॥

অনুবাদ। "তোমার গৌরবর্ণ অঙ্গসমূহ হইতে বিস্তারিত (উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল) পদ্ম-কুঙ্কুমাদির (মনোমদ গন্ধ-বহুল) সৌরভ্য–সিন্ধুর বায়ুদ্বারাও এই ব্রজবন সুবাসিত হইতেছে ; ইহার দান-যোগ্য অন্য কোনও বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ; অতএব হে সখি ! সর্ব্বদাই এইস্থানে যাতায়াত কর, ইহাই মদীয় দান নির্দ্দিষ্ট হইল" ॥৭৫॥

মসৃণঘুসৃণ-চর্চ্চা-চারু-কস্তূরিকোদ্যন্
মকরকমলবল্লী-পত্রভঙ্গাদিকানাম্।
রতি-বিতরণ-শূরৈস্তত্তদামোদ-পূরৈঃ
পরিমলয় মদঙ্গং নিত্যমিত্যেব দানম্ ॥৭৬॥

অনুবাদ। "মসৃণ কুঙ্কুম বিলেপন, সুচারু কস্তূরিকা-রচিত মকর, কমল-বল্লী ও পত্রভঙ্গী ইত্যাদি রচনা সমূহের জন্য রতিবিতরণ-নিপুণ সেই সেই গন্ধ-প্রবাহ দ্বারা মদীয় অঙ্গ নিত্য সুবাসিত করাই দান" ॥৭৬॥

চরণ-কমল-লাক্ষাশ্লিষ্ট-সৌভাগ্যমুদ্রা-
ততিরতিবলতে যা হারিণী হন্ত তস্যাঃ।
মদুরসি নখরাগ্রৈরর্দ্ধচন্দ্রান্ পরার্দ্ধং
বিতর পদকবর্য্যান্দানমারাদ্বরোরু ॥৭৭॥
ধ্বানৈর্যস্য বিপক্ষ-লক্ষহৃদয়োৎকম্পাদি-সম্পাদকৈ-
রাবৈকুণ্ঠমজাণ্ডপালিরতুলানন্দৈঃ পরিপ্লাবিতা।
প্রীত্যা তস্য রমাদি-বন্দিত-রুতেঃ সৌভাগ্য-সদ্দুন্দুভে-
র্দানং কঞ্জমরন্দসুন্দরতরং গানং তবানন্দদে ॥৭৮॥

অনুবাদ। "হে বরোরু ! ত্বদীয় চরণ কমলে অলক্তচুম্বী যে সকল মনোহর সৌভাগ্যচিহ্নরাজি বিরাজ করিতেছে, তাহার দান স্বরূপে নিকটে আসিয়া মদীয় বক্ষোদেশে তোমার নখরাগ্রভাগ সমূহদ্বারা 'অর্দ্ধচন্দ্র' প্রমুখ পদকবর্য্যরাজি সমর্পণই নির্দ্দিষ্ট হইল," "হে আনন্দদায়িনি রাধে ! যাহার (যে দুন্দুভির) নিনাদে বিপক্ষীয় লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উৎকম্পাদি সম্পাদিত হয় এবং বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমূহ পর্য্যন্ত অসীম আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়–ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ প্রীতির সহিত যাহার শব্দসমূহ বন্দনা করেন, সেই

সৌভাগ্য-রূপ সুন্দর দুন্দুভির জন্য তোমার পদ্মমধু হইতেও সুন্দরতর (আস্বাদ্য) গানই দান" ॥৭৭-৭৮॥

নাম স্বস্ত্যয়নং যদত্র বিলসৎ পীযূষতোহপি প্রিয়ং
রাধেতি প্রথিতং সমস্ত-জগতী-রোমাঞ্চ-সঞ্চারকম্।
তস্যামূল্যতরস্য দানমপরং যোগ্যং ক্বচিৎ কিং ভবেৎ
তস্মাদুজ্জ্বল-কেলিরত্নমতুলং রাধে ! মমাধীয়তাম্ ॥৭৯॥

অনুবাদ। 'রাধা' এই মঙ্গলময় প্রসিদ্ধ নাম, যাহা এই বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছে, যাহা অমৃত হইতে ও প্রিয়তর এবং যাহা সমস্ত জগতেরই রোমাঞ্চ-সঞ্চারক–সেই অমূল্যতর বস্তুর যোগ্য দান কি কোনও স্থলে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে ? অতএব হে রাধে ! অতুলনীয় উজ্জ্বল (শৃঙ্গারাখ্য) কেলিরত্নই আমাকে দান কর ॥৭৯॥

দীব্যন্মতি-প্রথিতকীর্ত্তিততি-প্রগাঢ়
চিত্ত-প্রগেয়-গুণ-গেয়-গুণোৎকরাণাম্।
সন্মৌক্তিকপ্রবরহীরকচারু-নীল
রত্নোজ্জ্বলদ্বিবিধ-রত্নকুলানি কামম্ ॥৮০॥

অনুবাদ। "তোমার বিমল বুদ্ধি (লীলাবিনোদী-মতি) তোমার কীর্ত্তিমালা এবং প্রগাঢ়চিত্ত (গম্ভীর-চেতাঃ মনস্বী) গণেরও প্রকৃষ্টরূপে স্তুত গুণ-রাজি-বিশিষ্ট ব্যক্তির (উমাদি সতী-শিরোমণি গণের) ও গান-যোগ্য তোমার গুণ সমূহের জন্য না হয় সুন্দর সুন্দর মুক্তা রাশি, শ্রেষ্ঠহীরা, সুচারু ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল রত্নরাজিই দান" ॥৮০॥

মাদ্যন্মতঙ্গ-গতি-নিন্দিগতেরনঙ্গ-
রঙ্গস্য সঙ্গ-বিধয়ে কিল লগ্নিকায়াঃ।
তারোরুমৌক্তিকমরালবরালিরালি !

মাণিক্য-পালিরথ তে করচালনানাম্ ॥৮১॥

অনুবাদ। "হে আলি! তোমার অনঙ্গরঙ্গে সঙ্গম বিধায়ক লগ্নিকা (প্রতিভূ) স্বরূপা যে তোমার মদমত্ত-মাতঙ্গ-বিজয়ি গতি তাহার জন্য উজ্জ্বল মহামুক্তাফলময় শ্রেষ্ঠ মরাল (রাজহংস) সমূহই দান। এবং তোমার করচালনার (করভঙ্গীর) জন্য মাণিক্য রাশিই দান" ॥৮১॥

আয়ুর্যশো-জয়-বিবর্দ্ধন-রন্ধনোদ্য-
দুদ্দামসৌষ্ঠবভরস্য তু কল্পিতং মে।
কায়স্থ-বর্ত্তনতয়া মধুমঙ্গলায়
নিত্যং সুশষ্কুলি-সুকুণ্ডলিকাদি-দানম্ ॥৮২॥

অনুবাদ। "আমার আয়ু, যশঃ ও জয় বিবর্দ্ধনের জন্য রন্ধনে উদ্যুক্তা তোমার (তাৎকালীন) নিরতিশয় সৌষ্ঠব রাশির জন্য মধুমঙ্গলকে কায়স্থ (লিখক) বেতন রূপে নিত্য সুপিষ্টক (লুচি) ও উত্তম জিলাপী, (ফেণী) ইত্যাদি দানই আমার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল" ॥৮২॥

সৌন্দর্য্য-হ্রী-বিনয়-পণ্ডিততা-সুগান-
বৈদগ্ধ্য সদ্‌গুণততের্ভবদালি-বর্গাঃ।
দুঃসাধমান-বিকৃতের্ললিতা ত্বদালী
ত্বৎপ্রীতি-নর্ম্মশুভকর্ম্মততে বিশাখা ॥৮৩॥

অনুবাদ। "সৌন্দর্য্য, লজ্জা, বিনয়, পাণ্ডিত্য, সুসঙ্গীত, বৈদগ্ধ এবং সদ্‌গুণরাজির জন্য তোমার সখীসমূহই দান। দুঃসাধ্য মান জনিত বিকারের জন্য তোমার সখী ললিতা এবং তোমার প্রীতিকর নর্ম্মময় শুভকর্ম্মরাজির জন্য বিশাখাই দান" ॥৮৩॥

কান্ত্যাহতিনিন্দিত-রমা-শতলক্ষকান্তে
স্ত্বদ্‌বিগ্রহস্য ভবতী সুদতীষ্বমূল্যা।

লক্ষ্মী-সহস্রশততোঽপ্যতিরম্যগোষ্ঠ-
রামা-শিরোবরমণেস্তব বিগ্রহোঽসৌ ॥৮৪॥

অনুবাদ। "তোমার শ্রীবিগ্রহের কান্তিতে শতলক্ষ রমার (লক্ষ্মীর) কান্তিও অতিশয় নিন্দিত হইতেছে-অতএব ঐ বিগ্রহের জন্য সুন্দরীকুলে দুষ্প্রাপ্যা তুমিই দান এবং লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী হইতেও অতি রমণীয় গোষ্ঠ-রমণীগণের শিরোভূষণা তোমার জন্য ঐ বিগ্রহই দান" ॥৮৪॥

তদ্বাক্যমিত্থমধিকং মধুরং নিশম্য
রাধা তিরস্কৃত-সুধাঽতুলসিন্ধুগর্ব্বম্।
উৎফুল্ল-কোপ-ললিত-স্মিত-নর্ম্মরম্যং
ভঙ্গ্যা ললাপ কুটিলং কুটিলং নিরীক্ষ্য ॥৮৫॥
যাস্যাম্যহং নহি পথা রতহিণ্ডকেন
সন্দূষিতেন নিতরাং সখি ! তেন তেন।
ইত্থং মদুক্তমপি নৈব নিশম্য গর্ব্বাদ্
আনীয় মামিহ দদৌ ললিতা করেঽস্য ॥৮৬॥

অনুবাদ। এইভাবে অমৃতের অসীম সিন্ধুর গর্ব্ব তিরস্কারকারী তাঁহার অতি মধুর বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া এবং সেই কুটিল (ত্রিভঙ্গ) শ্যামকে নিরীক্ষণ করিয়া অথবা তাঁহার প্রতি বক্র-দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উৎফুল্লতাযুক্ত কোপ, ললিত হাস্য ও নর্ম্মদ্বারা রমণীয় কুটিল বাক্যে ভঙ্গীক্রমে শ্রীরাধা বলিলেন-

"হে সখি ! আমি সেই বধূচৌর কর্ত্তৃক সন্দূষিত সেই পথে কিছুতেই যাইব না"-এই প্রকারে আমি বলিলেও ললিতা তাহা গর্ব্বভরে না শুনিয়া এই পথেই আমাকে আনিয়া ইঁহার হস্তে দান করিয়াছে !! ॥৮৫-৮৬॥

এবং নিগদ্য সহসা সহ সা সখীভি-
র্বাম্যেন কাম্যমপি তৎকৃত-নর্ম্ম-শর্ম্ম।
সন্নিন্দ্য বন্দ্যবদনা বিধুনা ব্রজন্তী
রুদ্ধা বলেন বিধুনা বিধুনা ব্রজস্য ॥৮৭॥

অনুবাদ। এই বলিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর-কৃত পরিহাসমঙ্গল বাকোবাক্য বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা সম্যক্ নিন্দা করিয়া বাম্যবশতঃ সহসা সখীগণসহ বেগের সহিত সেই চন্দ্র-কর্ত্তৃক-বন্দনীয়-বদনা শ্রীরাধা চলিয়া যাইতে থাকিলে ব্রজবিধু (গোকুলচন্দ্রমা) বিধু (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক বলে অবরুদ্ধা হইলেন ॥৮৭॥

শ্রুত্বা মুকুন্দ-মধুর-স্মিতসিক্তনর্ম্ম
মর্ম্ম-প্রবন্ধমতুলং কিমপি স্মিতাক্ষী।
অন্তঃস্ফুরৎ সুখভরং প্রচুরং রুষেব
সংরুধ্য হৃদ্যমধিকং ললিতা ললাপ ॥৮৮॥

অনুবাদ। শ্রীমুকুন্দের মধুর হাস্যযুক্ত নর্ম্মালাপের অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় বাকোবাক্যশ্রবণ করিয়া হাস্য-লোচনা ললিতা অন্তরে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত প্রচুর সুখরাশি সংরোধ পূর্ব্বক কোপ করিয়াই যেন অতিমধুর হৃদয়গ্রাহী বাক্যবিন্যাস করিলেন ॥৮৮॥

কস্যাপি গোষ্ঠনগরে দধি-দুগ্ধ-দান
বার্ত্তাপি ন শ্রুতচরী কিমু দৃষ্টপূর্ব্বা।
চিল্লাভবর্গপতিনা যদনেন সৃষ্ট-
মেতত্তু বল্লব-বধূ-কুল-লুণ্ঠনায় ॥৮৯॥

অনুবাদ। "এই গোষ্ঠ নগরে দধি দুগ্ধাদির কর গ্রহণের বার্ত্তা ও কেহ শুনে নাই—দেখেত নাই-ই ! এই চিল্লাভ (পথদস্যু) বর্গ-নায়ক কর্ত্তৃক কেবল গোপললনা সমূহকে লুণ্ঠন করিবার জন্যই

ইহার সৃষ্টি হইয়াছে" !! ॥৮৯॥

এতস্য কৃষ্ণভুজগস্য কঠোর-ভোগাৎ
সখ্যো যদি স্বমবিতুং পরমিচ্ছথৈতৎ।
গত্বা ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পুরতো যশোঽস্য
সঙ্গীয়তাং ত্যজতি বঃ সুখিতো যথৈষঃ ॥৯০॥

অনুবাদ। "হে সখীগণ ! তোমরা যদি এই কৃষ্ণভুজঙ্গের (বিষধর সর্পের, কৃষ্ণরূপী বিট নায়কের) কঠোর ভোগ (দংশন, কামময় বিলাসাদি) হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে একান্ত ইচ্ছা কর, তবে ব্রজেন্দ্র-গৃহিণীর সম্মুখে গিয়া ইঁহার কীর্ত্তি গান কর, তাহাতে ইনি সুখী হইয়া তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন" ॥৯০॥

রাধাহৃদাকূতমগাধমীষদ্ ব্যঙ্গেন বিজ্ঞায় মুকুন্দ আরাৎ।
প্রত্যেকমল্পস্মিতমত্র কৃত্বা জগাদ ভঙ্গ্যা ললিতাদিকান্তাঃ ॥৯১॥

অনুবাদ। দূর হইতে শ্রীরাধার হৃদয়ের অগাধ অভিলাষ-গর্ভ সঙ্কেত ঈষৎ ভঙ্গীতেই অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন মৃদুহাস্য সহকারে ললিতাদি গোপীদের প্রত্যেককেই ভঙ্গী পূর্ব্বক বলিলেন–॥৯১॥

বিদ্যাচয়স্য তব সুন্দরি ! তুঙ্গবিদ্যে !
প্রত্যেকমেব কিল লক্ষ-সুবর্ণদক্ষম্।
যত্তেন তেন ভবতী ব্রজযৌবতং ত-
জ্জিত্বা স্ফুরত্যনুদিনং মদ-দর্প-দৃপ্তা ॥৯২॥

অনুবাদ। "হে সুন্দরী-তুঙ্গবিদ্যে ! তোমার বিদ্যা সমূহের প্রত্যেকটীর জন্যই লক্ষ সুবর্ণ দান আদায় করাই যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু সেই সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি ব্রজ-যুবতিগণকে জয় করিয়া মদ গর্ব্বাভিমানিনী হইয়া নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে" ॥৯২॥

চিত্রে ! সুচিত্রমৃদুমন্দবচঃ-প্রবন্ধো

হৃদ্যো ন কস্য তব সুন্দরি ! ভূতলেঽস্মিন্।
নোচেৎ কথং তমবগম্য বুধঃ সুধায়াঃ
মাধুর্য্যমপ্যনুদিনং হি তিরস্করোতি ॥৯৩॥

অনুবাদ। "হে সুন্দরী চিত্রে ! তোমার সুচিত্র মৃদুমন্দ বাক্-প্রবন্ধ কাহার না হৃদ্‌রসায়ন হয় ? তাহাই যদি না হয়, ঐ বাক্য-প্রবন্ধ অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ সুধার মাধুর্য্যকেও নিশিদিন তিরস্কার করিবেন কেন" ? ॥৯৩॥

অস্মাদমুষ্য মধুরস্য ন কোঽপি দান-
যোগ্যঃ পদার্থ ইহ ভাবিনি ! দৃশ্যতে যৎ।
তস্মাদিদং মৃদুল-মঞ্জুল-মৃষ্ট-দিব্য-
বিম্বাধরামৃতমিদং স্মিত-চন্দ্র-গন্ধি ॥৯৪॥

প্রাণালি চম্পকলতে ! তব বহ্নিতপ্ত-
জাম্বূনদ-স্ফুরিত-চম্পক-কম্পি-কান্তেঃ।
শ্যামং মদঙ্গমুচিতং মুদিতা তয়ৈব
সন্মালয়া মধুরয়া কিল মণ্ডয়েতি ॥৯৫॥

অনুবাদ। "হে ভাবিনি ! এই কারণে ঐ মধুর বাক্যপ্রবন্ধের দানযোগ্য পদার্থ এই পৃথিবীতে দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব এই মৃদুল মনোজ্ঞ বিমল দিব্য স্মিত-কর্পূর-গন্ধি বিম্বাধরামৃতই দান কর"।

"হে প্রাণসখি চম্পকলতে ! তোমার তপ্তকাঞ্চনবৎ স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত এবং চম্পক-বিনিন্দি কান্তির জন্য দান স্বরূপে তুমি আনন্দিত হইয়া আমার এই শ্যামল অঙ্গকে সেই সুন্দর মধুর চম্পকমালা দ্বারা ভূষিত করাই যুক্তিযুক্ত" ॥৯৪-৯৫॥

যত্তে মুখস্য মধু তন্মধুরাঙ্গি ! নর্ম্ম-

কর্পূর-বাসিততরং রসদিগ্ধমুগ্ধম্।
তস্যৈব দুর্লভতরস্য পরং বিশাখে !
দানং ত্বমেব নিয়তং ন পরং ত্রিলোক্যাম্ ॥৯৬॥

অনুবাদ। "হে মধুরাঙ্গি বিশাখে ! তোমার মুখের পরিহাস-রূপ-কর্পূর-দ্বারা-সুবাসিততর, রসাল ও মনোজ্ঞ যে মধু (অধরসুধা) সেই পরম দুর্লভতর বস্তুর তুমিই দানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছ ; কেননা, জগতে আর কিছুই ইহার দান হইতে পারেনা" ॥৯৬॥

বৈদগ্ধ্য-নর্ম্মরস-লাস্য-বিলাস-হাস
সৌন্দর্য্যসদ্‌গুণততের্ল্ললিতে ! পরং তে।
মনোরুশিক্ষণ-বিচক্ষণতাদি-কূট-
কাঠিন্য-কৌশল-পরিত্যজনং হি দানম্ ॥৯৭॥

অনুবাদ। "হে ললিতে ! তোমার পরম বৈদগ্ধ্য, পরিহাসরস, লাস্য-বিলাস, হাস্য, সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণরাজির জন্য মান সাধনের বিবিধ উপায়ে শিক্ষণবিচক্ষণতাদি কূট-কাঠিন্য-কৌশলাদির পরিত্যাগই দানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল" ॥৯৭॥

সুধানিধি-সুধাভরৈঃ কৃতবিচিত্রসৎ-কুণ্ডিকা-
স্পৃহাশতবিসর্জ্জক-স্ফুরিত-মাধুরী-বিন্দুকাম্।
তয়োর্ব্রজবিলাসিনোর্ম্মধুর-কেলিবার্ত্তাসুধাং
ধয়ন্ত্যপি সহস্রশঃ সুমুখি ! নৈব তৃপ্তিং লভে ॥৯৮॥

অনুবাদ। "হে সুমুখি ! অমৃত-সমুদ্রের অমৃতসারেপূর্ণ বিচিত্র সুন্দর কুণ্ডিকার (বৃহৎপাত্রের) অভিলাষরাশি-পরিত্যাজক মাধুরী-বিন্দুযুক্ত সেই ব্রজবিলাসী যুগলের মধুর কেলিবার্ত্তাসুধা সহস্রবার পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না" ॥৯৮॥

তস্মাৎ পুনঃ পুনরিমাং কথয়ৈব বার্ত্তা-

মিত্যদ্য কুন্দলতয়া প্রতিভাষ্যমাণে।
সন্তোষসাগর-নিমজ্জন ফুল্লরোমা
প্রেমার্দ্রবাগ্ বিধুমুখী সুমুখী বভাষে ॥৯৯॥

অনুবাদ। "কাজেই এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে থাক"—এইভাবে কুন্দলতা তখন সুমুখীকে বলিলেন। তখন চন্দ্রমুখী সুমুখীও সন্তোষ-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে প্রেম গদ্গদ কণ্ঠে বলিতে প্রবৃত্তা হইলেন—॥৯৯॥

তদা তদুক্তাখিলদানবস্তু-
জাতং নিশম্যালিকুলেষু তেষু।
হসৎসু সর্ব্বেষু চ তুঙ্গনর্ম্মা
স্মিত্বা স্ফুটং বাচমুবাচ গোষ্ঠ্যাম্ ॥১০০॥

অনুবাদ। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত নিখিল দান-বস্তুর কথা শুনিয়া সেই সখীগণ এবং অন্যান্য সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন তুঙ্গনর্ম্মা (নর্ম্ম-বিনোদি তুঙ্গবিদ্যা) ও ঈষৎ হাস্য সহকারে সেই গোষ্ঠীতে প্রকাশ্যভাবেই বলিলেন—॥১০০॥

বিত্তানি যানি মধুমঙ্গল ! যাচিতানি
তান্যাশু নেষ্যথ কথং বত দুর্ব্বলাঃ স্থ।
তস্মাদ্ গৃহাচ্ছকট-যূথমিহানয়ধ্বং
শূরোষ্ট্র-সদ্বৃষভ -লোক-খরাংশ্চ বোঢুম্ ॥১০১॥

অনুবাদ। "হে মধুমঙ্গল ! যে সকল বিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেই সকল বস্তু শীঘ্র শীঘ্র কি প্রকারে লইবে বলত ! যেহেতু তোমরা যে দুর্ব্বল ! অতএব সকল বস্তুরাজি বহন করিবার জন্য গৃহ হইতে শকটরাশি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উট, বড় বড় বৃষ, লোকজন ও গর্দ্দভাদি আনয়ন কর" ॥১০১॥

তৎ কৃষ্ণ-নর্ম্মলপিতং ললিতং নিশম্য
থুৎকারকারকমপীন্দুসুধা-প্রবাহে।
আনন্দ-সংস্ফুরিত-সাত্ত্বিকভাবভার-
মাগুণ্ঠ্য বাম্যমধুরা মধুরায়তাক্ষী ॥১০২॥
শ্রীমদ্ গোষ্ঠবনেশ্বরী রসকলা-লীলোজ্জ্বলন্নাগরী
ভ্রাজদ্‌গোষ্ঠ-মহেন্দ্রনন্দনমনোমাণিক্য-পাটচ্চরী।
প্রোদ্যৎ পুষ্পধনুঃ প্রবন্ধ-বিবিধ-ব্যাকার-বাগীশ্বরী
গান্ধর্ব্বা গিরিধারিণা বিবদতে বাঙ্‌নৃত্য বিদ্যাধরী ॥১০৩॥

অনুবাদ। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত পরিহাস-গর্ভ, সুললিত ও চন্দ্র-সুধার প্রবাহ-তিরস্কারকারী আলাপ শ্রবণ করিয়া বাম্য-মধুরা মধুরায়তাক্ষী শ্রীরাধা আনন্দোত্থ সাত্ত্বিক-ভাবাবলী গোপন করিয়াছিলেন ; এবং সেই শ্রীমতী গোষ্ঠবনাধীশ্বরী, রসকলা বিলাসের উজ্জ্বল-নাগরীমণি, দীপ্তিময় গোষ্ঠনগরের মহেন্দ্র (শ্রীনন্দ) নন্দনের মনোরূপ মাণিক্য-অপহারিণী–প্রকৃষ্টভাবে উদীয়মান কাম-প্রবন্ধের বিবিধ ভাবে প্রকাশন বিষয়ে বাগ্‌দেবী (সরস্বতী) স্বরূপা–বাক্যনৃত্যের বিদ্যাধরী–গান্ধর্ব্বা গিরিধারীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্তা হইলেন ॥১০২-১০৩॥

স্বামিন্নু দাসবনিতা ন বয়ং ভবাম-
শ্চন্দ্রাবলির্ন চ বয়ং ন চ পদ্মিকা তে।
যদ্ গূঢ়ঘোরগহনে মিষতঃ করস্য
সংলুণ্ঠনায় ভবতা বত রক্ষিতাঃ স্মঃ ॥১০৪॥

অনুবাদ। “হে মহারাজ ! আমরা ত তোমার ক্রীতদাসী নহি ; চন্দ্রাবলী ও নহি, অথবা তোমার পদ্মা ও নহি যে নিগূঢ় ঘোর বনে করের ছলে যথাসর্ব্বস্ব সম্যক্ লুণ্ঠন মানসে আমাদিগকে অবরোধ

করিবে ?" ॥১০৪॥

রাধে ! মুধা ন কুরু বাদ-বিবাদ-বৃদ্ধিং
জ্ঞাত্বা হিতং মদুদিতং মম দেহি দানম্।
নোচেন্মহামদন এষ নিশম্য রোষাৎ
সংশাস্তি বো যদি তদা মম নেহ দোষঃ ॥১০৫॥

অনুবাদ। "হে রাধে ! বৃথা বাদ বিবাদ বৃদ্ধি করিও না। আমার বাক্য হিতকর জানিয়া আমার দান দাও ; নতুবা এই মহামদন সকল তথ্য অবগত হইয়া রোষ বশতঃ যদি তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি দেন, তবে আমার কোনও দোষ নাই" ॥১০৫॥

মিথ্যৈবায়ং সৃজতি নহি চেদ্দানমেতত্ততোঽসৌ
প্রেয়শ্চন্দ্রাবলি-বর-শিরঃ-শাপমঙ্গীকরোতু।
স্মিত্বা গোবর্দ্ধন-গিরিদরী-গেহিনী-রঙ্গিণীত্থং
বাচাং লাস্যং সখি ! বিদধতী হাসয়ামাস গোষ্ঠীম্ ॥১০৬॥

অনুবাদ। "ইনি যদি মিথ্যাই এই দান রচনা না করিয়া থাকেন, তবে ইঁহার প্রেয়সী চন্দ্রাবলীর সুন্দর মস্তকের শপথ করিতে অঙ্গীকার করুন।"–হে সখি ! গোবর্দ্ধনগিরি-কন্দরার রঙ্গিণী স্বামিনী এইভাবে বাক্যলাস্য বিস্তার করিলে সেই সখী-গোষ্ঠী হাসিতে লাগিলেন ॥১০৬॥

শুদ্ধা বিভাতি চ ধিয়া শুভয়া বিশাখা
বৈদগ্ধ্য-নর্ম্ম-নিপুণা ভবদন্তরঙ্গা।
তস্মাত্তয়া সহ বিচার্য্য বিচার্য্য কার্য্যং
কুর্য্যাঃ প্রমত্ত-ললিতা-মতিমাশু মুঞ্চ ॥১০৭॥

অনুবাদ। "এই বিশাখা–শুভ বুদ্ধিতে শুদ্ধা বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছেন–আর ইনি বৈদগ্ধ্য-নর্ম্ম বিষয়েও সুনিপুণ, আপনার

অন্তরঙ্গাও বটেন। অতএব তাঁহার সহিত প্রতি কার্য্যে বিচার করিয়া করিয়া সম্পাদন করাই যুক্তিযুক্ত, এখন শীঘ্রই প্রমত্তা ললিতার বুদ্ধি ত্যাগ করুন–ইহাই প্রার্থনা" ॥১০৭॥

দানীন্দ্রচন্দ্র ! ভবত স্তবতো যতোঽহং
প্রাপ্তা সুখং তদিহ তেঽপি সুখানি দাত্রী।
দ্রষ্টুং ভবন্মধুর-ধার্ষ্ট্য ভুজঙ্গ-নৃত্য-
মুৎকাঽভিমন্যু-গরুড়ং তরসাঽঽনয়ামি ॥১০৮॥

অনুবাদ। "হে দানীন্দ্রচন্দ্র ! আপনার স্তবেতে আমি যথেষ্ট সুখানুভব করিয়াছি, অতএব আপনাকে ও সুখরাশি দান করিতে এবং আপনার ধৃষ্টতা রূপ মধুর ভুজঙ্গ (সর্প, কামুক)-নৃত্য দেখিতে আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে শীঘ্রই অভিমন্যু (ক্রোধ, আয়ান) রূপ গরুড়কে আনয়ন করিতেছি" ॥১০৮॥

এবং নিগদ্য রভসান্মহসাঽতিহৃদ্যা
রম্যা মহিষ্ঠ-গুণ-নর্ম্মভিরদ্য-সদ্যঃ।
সদ্মানি পদ্মবদনা চলিতুং সমুৎকা
রুদ্ধা হঠেন হঠিনা হরিণা বিশাখা ॥১০৯॥

অনুবাদ। এই বলিয়া বেগভরে তেজে অতি হৃদয়গ্রাহী ও মহত্তম পরিহাসাদি দ্বারা রমণীয়া পদ্মবদনা বিশাখা তৎকালেই গৃহে যাইতে ব্যগ্রচিত্তা হইলে শঠ হরি হঠ করিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ॥১০৯॥

সংরক্ষ্য ধর্ম্মমবলাঃ সবলাদমুষ্মাৎ
কামাদ্বিমুক্ত-কুলকর্ম্ম-সমস্তধর্ম্মাৎ।
ব্যাঘুট্য যাত গৃহমেব সতীত্ববত্যঃ
কিম্বা ঘটীরিহ সমর্প্য সুযাগশালাম্ ॥১১০॥

অনুবাদ। "হে অবলাগণ ! কামভরে কুল-কর্ম্ম ও সমস্ত ধর্ম্ম-ত্যাগী

এই সবল কৃষ্ণ হইতে স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা করিয়া সতী-ধর্ম-পরায়ণা তোমরা গৃহেই প্রত্যাবর্ত্তন কর অথবা ঘটী সমূহ এখানে সমর্পণ করিয়া যজ্ঞ শালায় গমন কর" ॥১১০॥

চিত্রোক্তমিত্থমধিগত্য রুষেব তুঙ্গ-
বিদ্যা জগাদ কুটিলভ্রুবমুন্নয়ন্তী।
জাত্যাহতিভীততর-গোপক-বাক্যমাত্রা-
ন্মুগ্ধে ! মুধৈব কথমত্র বিভেষি চিত্রে ॥১১১॥

অনুবাদ। চিত্রার এই বাক্য শুনিয়া কোপভরে কুটিলভ্রু উন্নত করিয়া তুঙ্গবিদ্যা বলিলেন–"চিত্রে ! তুমি অতি মুগ্ধা। জাতিতে অতিভীরু এই গোপবালকের বাক্য-মাত্রেই তুমি এত ভয় করিতেছ কেন ?" ॥১১১॥

রাধা সদা জয়তি গোষ্ঠবনাধিনাথা
তস্যাঃ প্রচণ্ড-সচিবা ললিতা চ শূরা।
পশ্যাদ্য তদ্বন-বিনাশক-গোকরার্থং
বদ্ধা নয়ামি মধুমঙ্গল-ভণ্ডবিপ্রম্ ॥১১২॥

অনুবাদ। "এই গোষ্ঠবনের অধিস্বামিনী শ্রীরাধা নিত্যই জয়যুক্ত হইতেছেন–আর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ললিতাও বিশেষ প্রতাপান্বিতা। এই দেখনা কেন–আজই তাঁহার বনবিনাশক গোকরের জন্য এই ভণ্ড ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গলকে বাঁধিয়া নিতেছি" ॥১১২॥

শ্রুত্বা তদীয়-বচনং মধুমঙ্গলং তং
ভীত্যা তদাত্ম-সবিধে সুবলাদি-মধ্যে।
সঙ্কুচ্য তত্র চকিতং চকিতং বসন্তং
চণ্ডং জগাদ বিহসন্ সখি ! কৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥১১৩॥

অনুবাদ। "হে সখি কুন্দলতে ! তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে মধুমঙ্গল

ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে সুবলাদি-মধ্যে সঙ্কোচ বশতঃ চকিত চকিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হাস্য সহকারে প্রচণ্ড (অত্যুচ্চ) স্বরে বলিতে লাগিলেন—॥১১৩॥

মাভৈর্মহাক্ষিতি-সুরোত্তম ! মদ্‌বিধস্য
সাক্ষাদমুষ্য নরসিংহবরস্য দৃষ্ট্যা।
চণ্ডী প্রচণ্ডললিতাহপি চ তুঙ্গবিদ্যা
সা ভৈরবী দ্রুতমপৈষ্যতি বীতবস্ত্রা ॥১১৪॥

অনুবাদ। "হে মহাব্রাহ্মণ ! (নিন্দার্থে) ভয় করিও না ; মাদৃশ এই নরসিংহবরের দর্শনেই এই চণ্ডীস্বরূপা প্রচণ্ড ললিতা এবং ভৈরবী-রূপিণী এই তুঙ্গবিদ্যাও উলঙ্গ হইয়াই দ্রুত পলায়ন করিবে" ॥১১৪॥

তূর্ণং হিরণ্যকশিপুং ভগবন্নৃসিংহ !
চন্দ্রাবলী-কটুকুচং নখরৈর্বিদার্য্য।
প্রহ্লাদমুল্লসিতমাশু কুরু ত্বমিত্যা
কর্ণৈষ বল্গু ললিতা-লপিতং জহাস ॥১১৫॥

অনুবাদ। "হে ভগবন্ নৃসিংহদেব ! শীঘ্রই হিরণ্যকশিপু-স্বরূপ এই চন্দ্রাবলীর কটু কুচযুগলকে নখরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া (ভক্তবর) প্রহ্লাদকে আশু উল্লসিত কর (প্রচুর আনন্দের সহিত উল্লাস বিস্তার কর)।" ললিতার এই মনোজ্ঞ বাক্য শ্রবণে তিনি হাসিতে লাগিলেন ॥১১৫॥

চেদ্ গন্তুমিচ্ছসি সখী-নিকরেণ সার্দ্ধং
রাধে ! সমৃদ্ধধন-ভূষণ-লোভতস্ত্বম্।
তদ্ গচ্ছ কিন্তু ললিতেহ মমাচ্ছকচ্ছে
সংরক্ষ্যতাং প্রতিনিধিঃ পুনরেষি যাবৎ ॥১১৬॥

অনুবাদ। "হে রাধে ! সমৃদ্ধ ধন ভূষণের লোভে যদি তুমি

সখীসমূহের সহিত (মুনিগণের যজ্ঞগৃহে) যাইতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, কিন্তু তোমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তোমরা প্রতিনিধিস্বরূপে ললিতাকে আমার পবিত্র সন্নিকটে (বা আমার পবিত্র বস্ত্রাঞ্চলে) সংরক্ষণ করিয়া যাও" ॥১১৬॥

পাপেন কেন মহতা রতহিণ্ডকেহ
হস্তে তবৈব বিধিনা বত পাতিতাঃ স্মঃ।
কিন্ত্বদ্য পশ্য তরসা বচসাং তবৈষাং
শাস্তিং প্রসিদ্ধ-ললিতা দদতী কিলাস্মি ॥১১৭॥

অনুবাদ। "হে রতহিণ্ডক (বধূবিট) ! কি মহাপাপেই অদ্য বিধি আমাদিগকে তোমার হস্তে নিপাতিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণেই দেখিবে যে এই প্রসিদ্ধ ললিতাই তোমার এই সকল দুর্ব্বাক্য সমূহের শাস্তি অতিশীঘ্র দান করিতেছে !!" ॥১১৭॥

ইতি তং প্রতিভাষ্য কর্কশং
ললিতা রোষ-কষায়-রূষিতা।
নিকটে কপটৈঃ সখীগণান্
অবদৎ সুন্দরি ! সা রসোন্মদা ॥১১৮॥

অনুবাদ। হে সুন্দরি ! এইভাবে তাঁহাকে কর্কশভাবে উত্তর দিয়া যেন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই রসমত্তা ললিতা নিকটস্থ সখীগণকে কপট করিয়া বলিতেছেন–॥১১৮॥

আর্য্যামিহানয়তু তূর্ণমিতা সুদেবী
চিত্রাঽচিরেণ কুটিলাং জটিলাং সপুত্রাম্।
বৃন্দোত্তমং সপদি যাজ্ঞিকবিপ্রমেক-
মালোকিতুং নটনমস্য নটেন্দ্রভর্ত্তুঃ ॥১১৯॥

অনুবাদ। "সুদেবী শীঘ্র গিয়া আর্য্যাকে (যশোদাকে) এখানে আনয়ন

করুক ; চিত্রা অবিলম্বে কুটিলা ও পুত্র অভিমন্যু সহিত জটিলাকে লইয়া আসুক ; এবং বৃন্দাদেবী শীঘ্রই একটি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে লইয়া আসুক–তাঁহারা উপস্থিত হইয়া এই নটরাজ শিরোমণির নৃত্য দর্শন করুন” ॥১১৯॥

ইত্থং তয়া ললিতয়া লপিতং সরোষ-
মাকর্ণ্য গোষ্ঠরমণী-ধৃত-চিত্ত-বৃত্তিঃ।
ঈষদ্ বিহস্য দর বীক্ষ্য চ রাধিকাং তাং
সংব্যাজহার রুচিরং সখি ! গোষ্ঠচন্দ্রঃ ॥১২০॥
গর্ব্বাদ্ যস্য মদীয়দানমনিশং যুষ্মাভিরুল্লঙ্ঘ্যতে
মন্যেঽহঞ্চ তৃণায় নৈব কুটিলে দানৈরলং তস্য বঃ।
পশ্যাদ্যৈব তদেব নব্য-বিকসত্তারুণ্য-রত্নং ময়া
বক্ষোজে পরিভূয় শূরললিতাং রাধেঽধুনা লুণ্ঠ্যতে ॥১২১॥

অনুবাদ। হে সখি ! ললিতার এই সরোষ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণী-লোলুপ গোষ্ঠচন্দ্র শ্যামসুন্দর ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং সেই শ্রীরাধাকে নিমিষের জন্য দর্শন করিলেন–তখন পুনরায় অতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন– “হে কুটিলে রাধে ! যাহার (যে যৌবনের) গর্ব্বে তোমরা নিরন্তর আমার দান উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ এবং আমাকেও তৃণবৎ মনে করিয়া অবমাননা করিতেছ–সেই বস্তুর কর-গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু এক্ষণই দেখ–এই শূর (বীরম্মন্যা) ললিতাকে পরাজয় করিয়া তোমাদের স্তনে নব্য স্ফুটোন্মুখ তারুণ্য (যৌবন) রত্নকে লুণ্ঠন করিতেছি !!” ॥১২০-১২১॥

ইত্যালপ্য স্মরবিলসিতৈঃ স্প্রষ্টুমুৎকে মুকুন্দে
ভীত্যেবৈতাস্তত ইত উত স্মের-বক্ত্রারবিন্দাঃ।

ক্রূরং তির্য্যঙ্‌ নয়ন-নটনৈঃ শশ্বদালোকয়ন্ত্যঃ

প্রেমান্ধাস্তং প্রিয়সখি ! রসেনাপসস্রুঃ সমন্তাৎ ॥১২২॥

অনুবাদ। হে প্রিয়সখি ! মুকুন্দ এই বলিয়া কামবিলাসের ভঙ্গীতে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন–তখন হাস্যবদনা রমণীগণ নিষ্ঠুর ও বক্রভাবে নয়ননর্ত্তন দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া করিয়া প্রেমান্ধচিত্তে ও ভয়ে ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১২২॥

নিত্যং রাজন্বতি জনপদে দিব্য-গব্যোপহারৈ-

র্যাতায়াতং বিদধতি জনা গোষ্ঠতঃ কোটি-সংখ্যাঃ।

নৈতেভ্যঃ কিং স্পৃহয়তি ভবান্‌ দানমাদাতুমেতৎ

সত্যং তে চেদ্‌ ব্রজগিরিবনে ঘট্টপট্টাধিপত্যম্‌ ॥১২৩॥

অনুবাদ। "ন্যায় ধর্ম্ম পালিত এইদেশে গোষ্ঠ হইতে কোটি কোটি লোক দিব্য গব্য উপহারাদি লইয়া নিত্যই যাতায়াত করিতেছেন, যদি সত্যই এই ব্রজমণ্ডলের পর্ব্বতবনে তোমার ঘট্টপট্টাধিপত্য হইয়া থাকে, তবে কেন তুমি তাঁহাদিগের নিকট হইতেও এই দান আদায় করিতে ইচ্ছা কর না ?" ॥১২৩॥

ইতি প্রকট-রাধিকাবচনমাকলয্য প্রভু-

র্নটন্নয়ন-ভঙ্গীভির্নিটিলমীষদুচ্চালয়ন্‌।

অশেষ-রসিকাগ্রণীঃ সুখভরেণ রঞ্জ্যন্মনা-

স্তথাপি বহিরুদ্ধসন্নিব জগাদ গান্ধর্ব্বিকাম্‌ ॥১২৪॥

অনুবাদ। শ্রীরাধার এই প্রকাশ্যোক্তি শ্রবণ করিয়া নৃত্য-বিনোদী নয়নভঙ্গীতে ললাট দেশকে ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ চালনা করিয়া প্রভু (অসম্ভব-সম্ভবকারী) নিখিল-রসিক-মুকুটমণি শ্যাম সুখভরে উল্লসিত হইলেও বাহ্যে যেন (উপহাস-ব্যঞ্জক) উচ্চহাস্য

করিয়াই শ্রীরাধাকে বলিলেন—॥১২৪॥

অন্যেভ্যোঽপি প্রমদ-মধুনা মত্ত-চিত্তাঃ শৃণুধ্বং
গৃহ্ণাম্যেতন্নিরবধি মুদা রাজমার্গে ব্রজদ্ভ্যঃ।
যূয়ং ত্যক্ত্বা তদনুদিবসং গূঢ়মত্রাব্রজন্তী
ত্যেবং শ্রুত্বা নিজচরমুখান্মথশ্চক্রবর্ত্তী ॥১২৫॥
মামানীয়ান্তিকমথ রুষা ভর্ৎসয়িত্বা সমন্তা
দুগ্রং দত্বা শপথমহমাশিক্ষিতস্তেন শশ্বৎ।
তূর্ণং গচ্ছন্ ত্বমিহ সগণো ঘট্ট-বিধ্বংসিনীস্তা
বদ্ধা শাস্তিং সপদি বিদধন্মৎপুরঃ প্রাপয়েতি ॥১২৬॥

অনুবাদ। "হে প্রমদ-মধুতে মত্তচিত্তা-অবলাগণ ! তোমরা শ্রবণ কর—রাজমার্গে গমনকারী অন্যান্য লোক হইতেও নিরবধি এই কর সানন্দে আদায় করিয়া থাকি। তোমরা এই রাজস্ব উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর নিগূঢ়ভাবে এই স্থান দিয়া যাতায়াত কর—এই বার্ত্তা নিজচরের মুখ হইতে শুনিয়া মন্মথ-চক্রবর্ত্তী আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকাইয়া ক্রোধে যথেষ্ট ভর্ৎসনা ত করিলেনই, পরন্তু উগ্র শপথ দিয়া পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষাই দান করিলেন"—"সগণে তুমি তথায় শীঘ্র যাও এবং ঘট্টবিধ্বংসিনী সেই রমণীগণকে বাঁধিয়া শীঘ্র শাস্তি দিয়া আমার সম্মুখে আন" ॥১২৫-১২৬॥

ততঃ কুম্ভান্ সমুত্তার্য্য নির্বৃতা অপি তাঃ পরম্।
নির্ব্বিণ্ণা ইব ভঙ্গ্যেব বিবিশুর্ভূভৃতস্তলে ॥১২৭॥

অনুবাদ। তৎপরে তাঁহারা কুম্ভসমূহ তথায় উত্তারণ করিয়া (নাবাইয়া) পরমানন্দিতা হইলেও যেন নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়াই ভঙ্গীক্রমে পর্ব্বতের তলদেশে উপবেশন করিলেন ॥১২৭॥

ইত্যাদি তন্মধুর-কেলি-বিলাস-বার্ত্তা-

পীযূষমুল্লসিত-কর্ণপুটৈর্নিপীয়।
আনন্দতঃ পুলক-গদ্গদরাবচারু
সংব্যাজহার মৃদু কুন্দলতা তদানীম্ ॥১২৮॥

অনুবাদ। এই প্রকারে তাঁহাদের এই মধুর কেলি-বিলাস-বার্ত্তা-সুধা উল্লসিত-কর্ণপুটে পান করিয়া তখন কুন্দলতা আনন্দভরে পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহে গদ্গদ মৃদুমধুর বাক্যে বলিতেছেন ॥১২৮॥

শশ্বত্তয়োরতুলকেলি-কলামৃতানি
কামং ধয়ন্ত্যপি মনাগপি নৈমি তৃপ্তিম্।
তস্মাৎ পুনঃ কথয় সুন্দরি ! কিং ততোঽভূ-
দেতত্তদুক্তমধিগম্য জগাদ সা চ ॥১২৯॥

শ্রুত্বা তয়োর্দয়িত-দান-বিহারবার্ত্তা-
মার্ত্তা তদীক্ষিতুমলক্ষিতমাগতোৎকা।
নান্দীমুখী নিভৃত-কুঞ্জ-গৃহে প্রবিষ্টা
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং সদসি সাঽদ্ভুতমাজগাম ॥১৩০॥

অনুবাদ। "সেই রসিক যুগলের অতুলনীয় কেলিকলামৃত নিত্য যথেষ্ট পান করিয়াও বিন্দুমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিতেছি না–অতএব হে সুন্দরি ! তৎপরে আর কি হইল পুনরায় বল বল !!"
তাঁহার এই বাণী শুনিয়া পুনরায় সুমুখীও বলিতে লাগিলেন–ঐ যুগলের প্রিয় দান-বিহার-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহার দর্শন-লালসায় আর্ত্তা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া অলিক্ষিত-গতিতে নান্দীমুখী উপস্থিত হইয়া নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এই অদ্ভুত (কেলিবিলাসাদি) দর্শন করিয়া সেই সভায় বিচিত্রভাবে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥১২৯-১৩০॥

তাং বীক্ষ্য তত্র সকলাঃ পরিরভ্য কামম্

আমোদিতাঃ কথিতবত্য ইতঃ স্ববৃত্তম্।
কৃষ্ণোঽপি তল্লভনমাশু বিহস্য শস্য-
মাশংস্য দানবিবৃতিং কথয়ান্বভূব ॥১৩১॥

অনুবাদ। গোপীগণ তাঁহাকে সেইস্থানে দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া এখানকার সকল ঘটনা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন হাসিয়া তাঁহার সময়োপযোগী আগমন প্রশংসা পূর্ব্বক দান-বৃত্তান্ত সব বলিলেন ॥১৩১॥

স্মিত্বা রাধামথোদ্বীক্ষ্য মুদিতাং রসবিহ্বলাম্।
সানন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং নিজগাদ সা ॥১৩২॥

অনুবাদ। তখন তিনি একটু হাসিয়া শ্রীরাধাকে আমোদিতা ও রস-বিহ্বলা দেখিয়া আনন্দের সহিত পরমানন্দ মুকুন্দকে বলিতে লাগিলেন–॥১৩২॥

দানিন্নদ্ভুত-বস্তূনাং শ্রুত্বা দানমিহাদ্ভুতম্।
তদ্বাক্যমন্বভাবীতি 'জীবদ্ভিঃ কিং ন দৃশ্যতে' ॥১৩৩॥

অনুবাদ। "হে দানিন্ ! অদ্ভুত বস্তু সমূহের অদ্ভুত দানবার্ত্তা শুনিয়া–'জীবিত থাকিলে কি-ই না দেখা যায় ?'–এই বাক্যের মর্ম্ম এখনই অনুভব করিলাম" ॥১৩৩॥

কুলীনা ব্রতিনীরেতা রহঃ সংরক্ষতস্তব।
অপকীর্ত্তিরলং বীর ! ভবিতা গোকুলে পুরে ॥১৩৪॥

অনুবাদ। "হে বীর ! ইঁহারা কুলকামিনী, এবং ব্রত-পরায়ণা। নির্জনে ইঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলে এই গোকুলমণ্ডলে আপনার যথেষ্ট অপকীর্ত্তি রটিবে ॥১৩৪॥

কৃতং কর্ত্তব্যমত্রৈব তদলং নর্ম্ম-খেলয়া।
সমূহ্য মুঞ্চ মুঞ্চৈতাঃ সত্রং গচ্ছন্তু সত্বরম্ ॥১৩৫॥

অনুবাদ। "এস্থানেই আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্পাদনও করা হইয়াছে ; এখন আর নর্ম্মখেলার প্রয়োজন নাই ; ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ইঁহাদিগকে ত্যাগ করুন–ত্যাগ করুন ! ইঁহারা শীঘ্রই যজ্ঞমণ্ডপে গমন করুন" ॥১৩৫॥

সর্ব্বাঙ্গাণামুপরি লসতা লঙ্গিমেনোত্তমাঙ্গে-
নাপি শ্লাঘ্যং মুখবিধুমিমা দ্যোতয়ন্ত্যোঽপি ধূর্ত্তাঃ।
তস্মান্নীচৈর্হৃদয়মপি যন্নাভিমাচ্ছাদয়েয়ু-
র্যত্নৈর্বদ্ধস্তদিহ ভবিতা কোঽপ্যপূর্ব্বঃ পদার্থঃ ॥১৩৬॥

অনুবাদ। "সর্ব্বাঙ্গের উপরিভাগে বিরাজিত যে উত্তম উত্তমাঙ্গ (মস্তক)–তাহা দ্বারাও প্রশংসনীয় যে মুখচন্দ্র তাহা এই ধূর্ত্তা রমণীগণ প্রকাশ করিয়াও, তাহার নিম্নদেশস্থ হৃদয় ও নাভি যে ইহারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে–তাহাতেই বোধ হইতেছে যে ঐস্থানে কোনও এক অপূর্ব্ববস্তু সযত্নে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে" ॥১৩৬॥

তস্মাৎ পূর্ব্বং নিভৃতমনয়া স্থান-যুগ্মং প্রকাশ্য
প্রায়ঃ সত্যং ভবতি নহি বা কার্য্যতাং তৎ-প্রতীতিঃ।
নোচেদেতদ্বিবৃতিমচিরাৎ সূচকাৎ সংনিশম্য
ক্রুদ্ধোঽস্মাকং মদন-নৃপতির্দণ্ডমুচ্চৈর্বিধাতা ॥১৩৭॥

অনুবাদ। "অতএব পূর্ব্বেই ইনি গোপনে ঐ স্থানদ্বয় প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রতীতি জন্মাইয়া দিন যে আমার কথা সত্য কি মিথ্যা ! তাহা না হইলে আমাদের মদন রাজা অবিলম্বে এই বিবরণ সূচক (কর্ণেজপ, চর) মুখে শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন এবং কঠিন শাস্তির বিধান করিবেন" ॥১৩৭॥

গুপ্তীকর্ত্তুং তদপি পরমং বস্তু যত্তু ত্বয়াঽহং
প্রার্থ্যে ভঙ্গ্যা সুমতি-ললিতে ! দাতুমুক্ত্বা তদর্দ্ধম্।

এতৎ কিং স্যাদ্ যদিহ বিচরেল্লেখকঃ সূচকোঽসৌ
রাজ্ঞঃ প্রেয়ান্ পরমমতিমানুজ্জ্বলঃ প্রেক্ষকোঽপি ॥১৩৮॥
অন্বিষ্যন্ত্যোং নিরবধি মমচ্ছিদ্রমাভ্যাং তদগ্রে
ব্যাজাদেতন্নিভৃত-বিবৃতৌ জ্ঞাপিতায়ামবশ্যম্।
তীব্রোঽত্যুচ্চৈর্মদন-নৃপতির্মামিতস্ত্বাদৃশীভিঃ
সার্দ্ধং বদ্ধা নিভৃত-তমসি ক্ষেপ্স্যতি দ্রাগ্ গুহান্তঃ ॥১৩৯॥

অনুবাদ। "হে সুবুদ্ধি ললিতে ! সেই পরম বস্তু গোপন করিতে যে তুমি আমাকে তদৰ্দ্ধ দান করিবে বলিয়া ভঙ্গীক্রমে প্রার্থনা জানাইতেছ–তাহা কি কখনও হইতে পারে ? কেন না, এখানে লেখক (মধুমঙ্গল) রাজার সূচক (চর) এবং রাজার প্রিয় পরমবুদ্ধিমান্ প্রেক্ষক (পরিদর্শক) উজ্জ্বল রহিয়াছেন।"
"এই দুইজন (সূচক ও প্রেক্ষক) নিরন্তর আমার ছিদ্র অন্বেষণ করেন ; যদি ইঁহারা ছলেও এই নিভৃত বিবরণ তাঁহার সমীপে বিজ্ঞাপিত করেন, তবে অবশ্যই অতি কঠিন-হৃদয় সেই মদনরাজ আমাকে তোমাদের মত গোপীগণ সহ একত্র বাঁধিয়া শীঘ্রই গুহামধ্যে নিভৃত অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবেন !!" ॥১৩৮-১৩৯॥

ইতি নান্দীমুখী-সাক্ষাচ্ছংসিতে কংসবিদ্বিষা।
কপটক্রোধবিদ্ধাদ্ধা রাধা মাধবমব্রবীৎ ॥১৪০॥
সদ্ধৰ্ম্মোদ্যৎ কমল-পটল-প্রৌঢ়-রাজীব-বন্ধো-
র্গোপেন্দ্রস্য প্রথিততনয়ঃ শুদ্ধ-রামানুজোঽপি।
দুষ্টধ্বংসী স্বয়মপি বদস্যাশু দুর্ভাষিতং যৎ
তত্তে সেবাকুল-ফলমিদং দিব্যঘট্টীষু দেব্যাঃ ॥১৪১॥

অনুবাদ। এইভাবে নান্দীমুখীর সাক্ষাতেই কংসনাসন বলিলে কপট-ক্রোধবিদ্ধচিত্তা শ্রীরাধা তখনই মাধবকে বলিলেন–"সদ্ধৰ্ম্মের সহিত

পূর্ণভাবে বিকশিত কমলরাজির পক্ষে প্রদীপ্ত সূর্য্যসদৃশ যে নন্দমহারাজ–তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্র, পবিত্র বলরামের অনুজ এবং নিজেও দুষ্টধ্বংসী হইয়াও যে এক্ষণে এই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছে–ইহা কেবল তোমাকর্ত্তৃক দিব্যঘট্টীর দেবীর সেবা সমূহেরই ফল বলিতে হইবে" ॥১৪০-১৪১॥

অন্যদত্র চ যৎ কিঞ্চিন্ন ব্রূতে লজ্জয়া সখী।
তচ্ছৃণু ত্বমিতি ব্যাজাত্তুঙ্গবিদ্যা জগাদ তম্ ॥১৪২॥
আত্ম-গহ্বরমভঙ্গ-ভুজঙ্গ !
ত্বং ব্রজ দ্রুতমিতোঽতিচঞ্চল !
আহিতুণ্ডিক-বরাঽভিমন্যুকঃ
সার্থকাহ্বয় উপৈতি ন যাবৎ ॥১৪৩॥

অনুবাদ। তখন তুঙ্গবিদ্যা ছলক্রমে তাঁহাকে বলিলেন– "মৎসখী (রাধা) লজ্জায় অন্য যাহা কিছু বলিতেছেন না, তাহাও তুমি শুন–হে অভঙ্গভুজঙ্গ ! (নিরন্তর কামক্রীড়াপরায়ণ ! পক্ষে দুর্দ্দান্ত সর্প) হে অতিচঞ্চল !! যথার্থ নামধারী আহিতুণ্ডিক-বর (সাপুড়িয়া) রূপ অভিমন্যু (আয়ান ঘোষ, ক্রোধ) যে পর্য্যন্ত না আসেন, তাবৎ কাল মধ্যে তুমি এস্থান হইতে দ্রুতগমনে নিজগহ্বরে প্রবেশ কর" ॥১৪২-১৪৩॥

যেয়ং ভ্রাম্যতি পদ্মিনী ফলযুগং রক্তাং চতুষ্পঙ্কজীং
বন্ধূকে ভ্রমরৌ বিধূংশ্চ দধতী সার্দ্ধত্রয়োবিংশতিম্।
শ্যামেন্দোঃ পরপুংস আবকলনাৎ ফুল্লাভবেৎ সা সদা
স্বীয় স্বামি-রবের্বিলোকন ভরান্ ম্লানা স্ফুটং তাম্যতি ॥১৪৪॥

অনুবাদ। দুইটী ফল (কুচযুগল), চারিটী রক্তপদ্ম (দুই হস্তপদ্ম ও দুই চরণপদ্ম), দুইটী বান্ধুলী ফুল (ওষ্ঠদ্বয়), দুইটী ভ্রমর (অক্ষি-

তারা যুগল) ও সার্দ্ধত্রয়োবিংশতি (২৩১/২) চন্দ্র (মুখে ১, গণ্ডদ্বয়ে ২, ললাটে ১/২ ও নখে ২০) ধারণ করিয়া এই যে পদ্মিনী ভ্রমণ করিতেছেন–ইনি পরপুরুষ (উপপতি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ) শ্যামল চন্দ্রের প্রথম দর্শন হইতেই সর্ব্বদা প্রফুল্লা হয়েন ; কিন্তু নিজ স্বামী রবির দর্শনে ম্লান হইয়া নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া যায়েন ॥১৪৪॥

ইতি হরিমুখপদ্মক্ষ্বেলি-সৌরভ্য-সদ্ম-
প্রতিবচন-মধূনি প্রীণিতৈতৎসভানি।
তদতিরচিতবাধাপীয়মাপীয় রাধা-
প্রকটরুচমুদারাং বাচমারাদুবাচ ॥১৪৫॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত এই কৌতুকের সৌরভপূর্ণ (আস্বাদনীয়) প্রত্যুত্তররূপী মধু তত্রত্য সর্ব্ব সভ্যকেই আনন্দিত করিল এবং (প্রকাশ্যভাবে) যজ্ঞ-ভবনে গমনে অতিশয় বাধা পাইলেও শ্রীরাধা ঐ মধু সম্যক্ পান করিয়া দূর হইতে অভিলাষ-ব্যঞ্জক উদার (সরল) বাক্য বলিতে লাগিলেন–॥১৪৫॥

কুমার ! ভজ ধীরতাং ন কুরু দুর্ম্মদাচ্চাপলং
পুরী নিকটবর্ত্তিনী দুরধিপোঽত্র কংসো বলী।
অতস্তব হিতং ব্রুবে ব্রজ-মহেন্দ্র-সম্বন্ধতঃ
সমূহ্য গহনং ব্রজ প্রকটমত্র গাশ্চারয় ॥১৪৬॥

অনুবাদ। "হে কুমার ! ধৈর্য্য ধর, দুর্ম্মদ প্রযুক্ত চাঞ্চল্য করিওনা, মথুরাপুরী নিকটেই, তত্রত্য দুষ্ট কংস রাজাও মহাবলী ; অতএব ব্রজরাজের সম্বন্ধেই তোমাকে হিতকথা বলিতেছি ; এই কথা বুঝিয়া কাননে গমন পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে গোচারণ কর" ॥১৪৬॥

মহামদন-ভূপতেরয়মভিন্নদেহ স্বরাট্
নৃশংস-নৃপ-জীবিতাহধিক-বয়স্য-কেশ্যাদিকান্।

বিমথ্য দরলীলয়া স্ফুরতি যোঽত্র গোষ্ঠান্তরে
স এষ তব কংসতঃ সখি ! বিভেতি কিং মে সখা ? ॥১৪৭॥

অনুবাদ। হে সখি ! মহামদন রাজার সহিত ইঁহার অভিন্ন-দেহ ; ইনি রাজচক্রবর্ত্তী ; সেই নৃশংস (কংস) রাজার জীবনাধিক বয়স্য কেশী প্রভৃতিকে যিনি গোষ্ঠমধ্যে অবলীলাক্রমে নিধন করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন–সেই এই আমার সখা কি তোমার কংসকে ভয় করেন ? ॥১৪৭॥

অথৈষ পৃথু-মন্মথো য ইহ তস্য সামন্তকঃ
স এব লঘু-মন্মথঃ পরমমুষ্য কংসো বশঃ।
অতোঽস্য লিপিমঙ্কিতাং সপদি তত্র নীত্বা দদন্
নৃপাৎ কটকমানয়ন্ পতি-কুলানি বধ্নামি বঃ ॥১৪৮॥

অনুবাদ। "দেখ ! আমার সখা এই কৃষ্ণই মহামন্মথ, আর তাঁহার সামন্তক হইতেছেন–লঘু মন্মথ ; কংস কিন্তু এই লঘু মন্মথেরই বশবর্ত্তী। অতএব আমার সখার নামাঙ্কিত পত্র লইয়া গিয়া শীঘ্রই কংস রাজাকে দিয়া তাহা হইতে সেনা আনয়ন পূর্ব্বক তোমাদের পতি সমূহকে বন্ধন করিব" ॥১৪৮॥

ইতীহ মধুমঙ্গলোল্লসিত-বক্ত্র-কঞ্জ-স্খল-
দ্বচঃ-প্রসর-সৌষ্ঠবোচ্ছলিত-শীধু-ধারামিমাম্ !
নিপীয় রভসোন্মদা মৃদু দধার হাসধ্বনিং
সদঃসরসি সুন্দরী-রসিক-সভ্য-ভৃঙ্গ্যাবলী ॥১৪৯॥

অনুবাদ। এই প্রকারে মধুমঙ্গলের উল্লসিত মুখ-পদ্ম হইতে স্খলিত বাক্য রাশির সৌষ্ঠব রূপ উচ্ছলিত এই মধু-ধারা পান করিয়া সেই সভা-সরোবরে সুন্দর রসিক-সভ্যভৃঙ্গীসমূহ আনন্দোন্মত্ত হইয়া মৃদু মধুর হাস্যধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥১৪৯॥

এতত্তদুক্তমধিগত্য মৃষা রুষাহয়ং
বাচং রুচাহতিরুচিরামিতি তামুবাচ।
দানং ন চেদ্দদতি মে তদিমা ময়ৈব
সার্দ্ধং চলন্ত্বিহ মহামদনেন্দ্র-পার্শ্বম্ ॥১৫০॥

অনুবাদ। মধুমঙ্গলের এই বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দর তখন কপট রোষ করিয়া অতিশয় কান্তিবিস্তারিণী শ্রীরাধাকে বলিলেন–"ইঁহারা যদি দান না-ই দেন, তবে সকলেই এক্ষণে আমারই সহিত মহামদন রাজার নিকটে চলুন" ॥১৫০॥

কো বা মহামনসিজঃ সখি ! নৈব জানে
কুত্রাপি ন শ্রুতচরো জগতীতলেহসৌ।
মিথ্যৈষ যন্মহিম-নামবলানি তস্য
সংকীর্ত্তয়েত্তদিহ বঃ পরিহাস-ভঙ্গ্যৈ ॥১৫১॥

অনুবাদ। "হে সখি ! মহামদন যে কে, তাহা ত জানিনা, এই পৃথিবীতে তাহার বার্ত্তাও ত শ্রুতি-পথে আসে নাই। ইনি যে তাহার নাম, মহিমা ও বলের সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা (সর্ব্বথা) মিথ্যা এবং তোমাদের পরিহাস ও কৌতুকের জন্যই বটে" ॥১৫১॥

ইত্যাদ্য-চম্পকলতালপিতং তদানী-
মাকর্ণ্য গোকুলবিধুর্বিধু-বক্ত্র-বিম্বাম্।
রাধাং নিরীক্ষ্য দর ভাষিতবান্ সভায়াং
সোল্লুণ্ঠমিন্দুবদনে ! মদনোহদ্বিতীয়ঃ ॥১৫২॥

অনুবাদ। "হে ইন্দুবদনে ! তখন চম্পকলতার এইপ্রকার সুমধুর আলাপ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবদনা শ্রীরাধাকে একবার দর্শন করিয়া সেই সভাতে অদ্বিতীয়-মদন গোকুল-চন্দ্রমা সোল্লুণ্ঠ (স্তুতি পূর্ব্বক দুর্ব্বাদ) বচন বিন্যাস করিলেন"–॥১৫২॥

অত্রৈব হৃদ্য-গিরি-বর্য্য-বিসৃষ্টপট্ট-
রাষ্ট্রে বিরাজতি মহামদনঃ সদৈব।
তৎসেবিকাভিরপি যদ্ ভবতীভিরেব
মাভাষ্যতে তদিহ বো মদ এব হেতুঃ ॥১৫৩॥

অনুবাদ। "এস্থানেই রমণীয় গিরিরাজের অত্যুত্তম পট্টরাজ্যেই সর্ব্বদাই মহামদন বিরাজ করিতেছেন–তাঁহার সেবিকা হইয়াও যে তোমরা এইরূপ বলিতেছ, তাহার একমাত্র কারণ তোমাদের মদই (অভিমানই) বলিতে হইবে" ॥১৫৩॥

সংলভ্য সত্র-সদনে গমনেঽদ্য বাধাং
রাধা মুধা স্ফুরিত-রোষ-রসাভিষিক্তা।
তির্য্যক্ স্ফুরন্নয়ন-নর্ত্তন-তীব্রবাণৈ-
রাবিধ্য কৃষ্ণমধুনা মধুবাগুবাচ ॥১৫৪॥

অনুবাদ। তখন যজ্ঞ মণ্ডপে গমনের বাধা পাইয়া শ্রীরাধা কপট ক্রোধ রসে অভিষিক্তবৎ প্রতিভাত হইলেন এবং বক্র নয়ন-নর্ত্তন রূপ তীব্র (কটাক্ষ) বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া মধুর বাক্য বিন্যাস করিলেন–॥১৫৪॥

হে বীর ! বল্লব-বধূ-বদনারবিন্দ-
মাধ্বীক-পানভরতঃ পরমাতিশুদ্ধ !
ভাগ্যাত্ত্বয়া সহ যয়া চলিতং বরাক্ষ্যা
বাঢ়ং ররক্ষ গৃহ-ধর্ম্ম-কুলানি সৈব ॥১৫৫॥

অনুবাদ। "হে বীর ! গোপ-বধূদিগের বদন-পদ্ম-মধুপানভরে অতি পরম শুদ্ধ শ্যাম ! ভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত যেই বরাক্ষী (সুন্দর নয়না) নারী আসিয়াছেন, তিনিই গৃহধর্ম্মকুলাদি সকলই যথেষ্ট রক্ষা করিয়াছেন–!!!" ॥১৫৫॥

দৃষ্ট্বা তয়োঃ কলিমনল্পরসাতিবদ্ধ-
মাচার্য্যয়োর্বিবিধ-নর্ম্ম-কলা-কলাপে।
শান্তীচ্ছয়া বিনয়-বাক্যকুলৈস্ততোঽসৌ
নান্দীমুখী সমভিনন্দ্য হরিং জগাদ ॥১৫৬॥

অনুবাদ। বিবিধ নর্ম্ম কলা সমূহের আচার্য্য সেই রসিক যুগলের মহারসাতিবদ্ধ কলহ দর্শন করিয়া তখন সেই নান্দীমুখী শান্তি কামনায় বিনয় বাক্যজাল বিন্যাস করতঃ শ্রীহরিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন–॥১৫৬॥

দানীন্দ্র ! মাঙ্গলিক-যজ্ঞ-নিমিত্তমেতাঃ
শুদ্ধা নয়ন্তি শিরসা নবগব্যকুম্ভান্।
ধর্ম্মং নিরীক্ষ্য কুলচন্দ্র ! বিমুঞ্চ তস্মাৎ
কামং যথা ভবতি তে যশসি প্রচারঃ ॥১৫৭॥

অনুবাদ। "হে দানীন্দ্র ! মঙ্গলময় যজ্ঞের উদ্দেশ্যে এই গোপীগণ শুদ্ধভাবে নব গব্য কুম্ভ সমূহ মস্তকে বহন করিয়া চলিয়াছেন। অতএব হে কুলচন্দ্র ! ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাদিগকে ত্যাগ করুন–যাহাতে আপনার যশের সমধিক প্রচার হয়" ॥১৫৭॥

গিরীন্দ্র-পুরতঃ স্ফুরন্নবসরোবরস্যোন্নত-
প্রসন্নতর-বারিণঃ কুসুম-সঙ্ঘ-সদ্গান্ধিনঃ।
ধ্বনাঢ্যখগ-সঙ্গিনঃ পরিত এব সদ্ভূরুহৈঃ
সমৃদ্ধমধিকং বনং জয়তি যত্র খেলাস্পদে ॥১৫৮॥

ক্বচিৎ ক্বচন সুন্দরং রণতি মত্ত-ভৃঙ্গাবলী
মধুপ্রসর-মন্দিরে সুরভিপুষ্পবৃন্দোদরে।
ক্বচিৎ ক্বচন কোকিলাঃ কলরুতানি সংতন্বতে
রসালবন-মঞ্জরীবর মরন্দ-পানোন্মদাঃ ॥১৫৯॥

ক্বচিৎ ক্বচন কেকিনঃ পৃথু নটন্তি কেচিন্মদাৎ
ক্বচিৎ ক্বচন কেচন প্রতিনদন্তি চামোদিনঃ।
ক্বচিৎ ক্বচন মাধুরীভর-রসালহৃদ্যোজ্জ্বলৎ
ফলপ্রকর-ভক্ষণে পটু রটন্তি শারী-শুকাঃ ॥১৬০॥

অনুবাদ। "গিরিরাজের সম্মুখে বিরাজিত, অত্যুৎকৃষ্ট-স্বচ্ছ-সুন্দরতর জলপূর্ণ, বিবিধ পুষ্পরাজির গন্ধে সুবাসিত ও পক্ষি-নিচয়ের কাকলি-ধ্বনি-বিশিষ্ট নব সরোবরের (মানস গঙ্গার) চতুর্দ্দিকেই সুন্দর বৃক্ষরাজি সুশোভিত একটি বন অতিশয় শোভা বিস্তার করিয়া বিরাজমান আছে–সেই ক্রীড়াভূমিতে কোনও সময়ে মধুবর্ষণশীল নিকুঞ্জে সুগন্ধ পুষ্প সমূহের গর্ভে (মধ্যদেশে) মত্ত ভ্রমর সমূহ সুন্দর গান করে, কখনও বা আম্রবন সমূহে উত্তম উত্তম (আম্র) মুকুলের মধু পানে উন্মত্ত হইয়া কোকিল কুল অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া থাকে ; আবার কোনও স্থলে বা কোনও সময়ে কোনও কোনও ময়ূর মদভরে সাতিশয় নৃত্য করে, কোথাও কোথাও বা কোনও কোনও সময়ে আবার কতকগুলি ময়ূর আমোদিত হইয়া তাহারা প্রতিধ্বনি করে; আবার অন্য কোথাও বা কখনও কখনও শারী শুক সমূহ মধুর-রসাল-কমনীয়-উজ্জ্বল ফল সমূহ ভক্ষণ করিতে করিতে যথেষ্ট কলধ্বনি করিয়া থাকে ॥১৫৮-১৬০॥

শ্বস্তাবদেতৎ সরসো নিকুঞ্জম্
এতাঃ সমেষ্যন্তি মহানপি ত্বম্।
তত্রৈব যুক্তং তব দানমেতৎ
সম্পাদয়িষ্যাম্যথ লগ্নিকাহহম্ ॥১৬১॥

অনুবাদ। "আগামীকল্য সেই মানস গঙ্গার তটবর্ত্তী নিকুঞ্জে ইঁহারা

আসিবেন, আর মহাশয় ! আপনিও যেন আগমন করেন। সে স্থলেই আপনার উপযুক্ত দান আমি আদায় করিয়া দিব এইজন্য আমিই প্রতিভূ (জামিন) রহিলাম ॥১৬১॥

যতোহত্র নির্ব্বর্ত্ত্যমিদং হি দানং
গিরৌ স্থিতস্যাস্য সরোবরস্য।
তদ্দান-নির্ব্বর্ত্তনমিত্যভিখ্যা
ভবিষ্যতীত্যেব হি সা জগাদ ॥১৬২॥

অনুবাদ। "যেহেতু এই গিরিরাজের নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ সরোবরের তটে এই দান নিবৃত্ত হইবে, অতএব ঐ স্থানের নামও **'দান-নির্ব্বর্ত্তন'**ই হইবেন।" এইকথা বলিয়াই নান্দীমুখী নীরব হইলেন ॥১৬২॥

অনেন তস্যা বচনেন তেন
বিহস্য মুক্তাঃ স্মিতচারুবক্ত্রাঃ।
তং বীক্ষমাণা নয়নাঞ্চলৈস্তা-
শ্চেলুর্মুদা যজ্ঞগৃহায় পূর্ণাঃ ॥১৬৩॥

অনুবাদ। তাঁহার এই বাক্যে শ্যামসুন্দর হাস্য সহকারে তাঁহাদিগকে পূর্ণমনোরথ করিয়া মুক্ত করিলেন এবং সেই মৃদুমধুর হাস্য শোভিত বদন-বিশিষ্টা গোপীগণও নয়ন-কোণে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্দের সহিত যজ্ঞ-গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥১৬৩॥

কৃষ্ণাক্ষি-মত্ত-মধুপে নিজ-দৃষ্টি-ভৃঙ্গীং
ভঙ্গ্যা পরিস্ফুরদনঙ্গ-তরঙ্গিতাঙ্গী।
গ্রীবার্দ্ধ-ভঙ্গ-রুচিরং দর যোজয়ন্তী
স্মিত্বালিবর্গ-বলিতা চলিতাহথ রাধা ॥১৬৪॥

অনুবাদ। অনন্তর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুরূপ মত্ত মধুকরে ভঙ্গীক্রমে

নিজদৃষ্টি ভৃঙ্গী স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনঙ্গের তরঙ্গ প্রকাশ পাইতে লাগিল—তখন তিনি গ্রীবা দেশ কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অতি মনোরম মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া হাসিতে হাসিতে সখীগণ বেষ্টিতা হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥১৬৪॥

তদৈব তাসাং মুখ-পঙ্কজানাং
স্মিত স্ফুরন্মঞ্জু-মরন্দ-বিন্দূন্।
নেত্রান্ত-বক্ত্রেণ পিবন্নিতান্তং
মুকুন্দ-ভৃঙ্গো মুদমাপ সোঽপি ॥১৬৫॥

অনুবাদ। তখনই তাঁহাদের মুখ-পদ্ম সমূহের মৃদু হাস্য যুক্ত মনোজ্ঞ মধু বিন্দুরাশি নেত্রান্ত (কটাক্ষ) রূপ মুখদ্বারা পুনঃ পুনঃ নিরতিশয় পান করিয়া করিয়া সেই মুকুন্দ-ভ্রমর ও আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন ॥১৬৫॥

ততো বয়স্যৈঃ সহ নাগরোঽসৌ
গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিরসোঽবতংসঃ।
গাশ্চারয়ন্ দান-কথামৃতং তৎ
কুর্ব্বন্ মিথো মোদমবাপ কৃষ্ণঃ ॥১৬৬॥
কান্ত্যা দিশো দশ মুহুর্গুরু গৌরয়ন্তী
ভ্রাজদ্দৃগন্ত-নটনৈরতিনীলয়ন্তী।
সাপি স্মিতার্দ্ধ-কলয়া পরিশুক্লয়ন্তী
বার্ত্তামৃতৈর্মধুরয়ন্ত্যরুসত্রমাপ ॥১৬৭॥

অনুবাদ। তদনন্তর ঐ নাগর কৃষ্ণ ও বয়স্যগণ সহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিরোদেশে বিরাজিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ঐ দানকথামৃত পরস্পর আলোচনা করিয়া করিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন ; আবার শ্রীরাধাও নিজ কান্তিদ্বারা মুহুর্মুহুঃ দশদিক

অতিশয় গৌরবর্ণ করিয়া করিয়া–বিদ্যোতমান কটাক্ষনর্ত্তনে (দিঙ্মণ্ডল) অতিশয় নীলবর্ণ করিয়া করিয়া–এবং ঈষৎ মৃদু মধুর হাস্যকলায় ইতস্ততঃ শুভ্রবর্ণ ধারণ করাইয়া করাইয়া ও ঐ বার্ত্তামৃতদ্বারা দিগ্বলয়ের সাতিশয় মধুরতা বিধান করিয়া করিয়া, যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন ॥১৬৬-১৬৭॥

প্রণম্য গব্যং বিনয়েন দিব্যং
প্রদায় তেভ্যো বরভূষণানি।
সংলভ্য রম্যাণি পুনঃ স্বকুণ্ড-
মাসাদ্য তাস্তৎ কথয়া বিজহ্রুঃ ॥১৬৮॥
রেজুস্তাঃ প্রেম-সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্যাদি-গুণশ্রিয়া।
সারৈর্মুনিবরাল্লব্ধৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতাঃ ॥১৬৯॥

অনুবাদ। মুনিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত তাঁহারা ঐ দিব্য গব্য তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে মনোরম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভূষণাদি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শ্রীকুণ্ডতীরে আসিয়া সেই দান-কথাতেই আনন্দ করিতে লাগিলেন ; প্রেম-সৌভাগ্য-সৌন্দর্য্যাদি-গুণ সম্পত্তিতে এবং মুনিবর (ভাগুরী) হইতে প্রাপ্ত অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া তাঁহারা বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥১৬৮-১৬৯॥

রাধা মহাপ্রেম-রসাভিষিক্তা
স্মর-ক্রিয়া-শাস্ত্র-বিশারদা সা।
সুবিহ্বলা সাত্ত্বিক-মুখ্যভাবৈঃ
প্রিয়ং জগৌ প্রাণসখীবৃতোচ্চৈঃ ॥১৭০॥

অনুবাদ। তখন মহাপ্রেমরসে অভিষিক্তা, কামকলা বিদ্যায় বিশারদা ও সাত্ত্বিক মুখ্যভাবরাজিতে সুবিহ্বলা শ্রীরাধা প্রাণ-

সখীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রিয়তমের নামাবলি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥১৭০॥

ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-নব-দম্পতি-মূর্দ্ধ-রত্নং
দগ্ধ-স্মরাঙ্গ-ঘটনোন্নত-সিদ্ধ-তন্ত্রম্।
লীলাবিলাস-নবসর্জ্জন-বেধসং তদ্
যুগ্মং ন বর্ণয়িতুমজ্জভবোহপি শক্তঃ ॥১৭১॥

অনুবাদ। ত্রিভুবন মধ্যে নবদম্পতি শিরোরত্ন, দগ্ধ কামদেবের অঙ্গ যোজনা বিষয়ে উন্নত সিদ্ধতন্ত্র স্বরূপ, লীলা বিলাসাদির নব-রচনার বিধাতা-সদৃশ—সেই যুগল কিশোরের বর্ণনা করিতে ব্রহ্মাও অসমর্থ ॥১৭১॥

ইতি বিলসিত-বার্ত্তাং কুন্দবল্লী-রসাক্তাং
রহসি পরিনিশম্যানন্দ-সিন্ধৌ নিমগ্না।
দ্রুতমথ নিজসখ্যা সা সমৃদ্ধা তয়াহদ্ধা
তদিহ মিথুন-রত্নং দ্রষ্টুমুৎকা চচাল ॥১৭২॥

অনুবাদ। কুন্দলতা এই রসময়ী বিহার-বার্ত্তা নির্জ্জনে শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্না হইলেন। তিনি নিজসখী সুমুখীর সহিত মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎই এই যুগল-কিশোরকে দর্শন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া চলিলেন ॥১৭২॥

দধ্যাদি-দান-নব-কেলি-রসাব্ধিমধ্যে
মগ্নং নবীন-যুব-রত্নযুগং ব্রজস্য।
নর্ম্মালি-হৃদ্যমুদিত-দ্যুতির্গৌরনীল-
মন্ধোহপি লুব্ধ ইব লোকিতুমুৎসুকোহস্মি ॥১৭৩॥

অনুবাদ। দধি প্রভৃতি দান বিষয়ক নব কেলিরস সমুদ্রে নিমগ্ন—নর্ম্মসখীগণের মনোজ্ঞ, গৌরনীলাত্মক-দ্যুতিশীল ব্রজের

নবীন যুবরত্ন যুগলকে অবলোকন করিবার জন্য এই অন্ধও আমি লুব্ধব্যক্তির মত উৎসুক হইয়াছি ॥১৭৩॥

রাধা-মাধবয়োর্দানকেলিচিন্তামণিং গিরৌ।
লব্ধমন্ধেন বীক্ষন্তাং শ্রীমদ্‌রূপগণাঃ প্রিয়াঃ ॥১৭৪॥

অনুবাদ। এই অন্ধ ব্যক্তি শ্রীগিরিগোবর্দ্ধনে শ্রীরাধামাধবের **"দান কেলি চিন্তামণি"** লাভ করিয়াছে। প্রিয় শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামীর (অনুগত) জনগণ ইহা বিশেষভাবে দর্শন (আস্বাদন) করুন–এই প্রার্থনা ॥১৭৪॥

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌রূপ-পদাম্ভোজ-রজোহহং স্যাং ভবে ভবে ॥১৭৫॥

অনুবাদ। দশনে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই যাচঞা করিতেছি যে আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মের রজঃ (ধূলি) হইতে পারি ॥১৭৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌রঘুনাথদাসগোস্বামি-বিরচিতঃ
শ্রীদানকেলিচিন্তামণির্নাম প্রবন্ধঃ সম্পূর্ণঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত
শ্রীদান কেলি চিন্তামণির
আক্ষরিক
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমদ্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পণমস্তু।

(কানাই) কোন গুণে বিহি তোমায় দানী করেছে।

দানী করেছে, দানী করেছে, দানী করেছে, তোমায় ঘাটিয়ালি দিয়াছে ॥

রূপেতে ভোমরা, গুণে ননিচোরা,

ধনে ঐ ধবলী, বসতি গাছে।

জিনি পোড়া কাষ্ঠ, তোমার বরণ উৎকৃষ্ট,

বচন সুমিষ্ট জানা আছে ॥

জাতিতে গোয়াল, চরাও ধেনু পাল, স্বভাব রাখাল, কভু না ঘুচে।

বনে বনে ধাও, ধবলী হাঁকাও, আপনি রাজা হও, রাখাল মাঝে

তুমি হইয়ে বামন, তোমার স্বভাব কেমন, হাত বাড়াইলে রাই সোনার গাছে

রাই মুখ হেরি মুখরা কহে।

এত কি আমার পরানে সহে ॥

রাখাল হইয়া ছুইতে চায়।

অব কি করব নাহি উপায় ॥

এত বলি সবে ধাইয়া চলে।

নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে ॥

দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।

লুকায় যাইয়া নিকুঞ্জ মাঝে ॥

রাই কানু তাহা দরশ পাই।

রহে দুহু দুহা বদন চাই ॥

প্রতি অঙ্গে দানী লইল দান।

রতি রতিপতি মূরতিমান ॥

যে ছিল মানস পূরল আশ।

আনন্দে মগন শেখর দাস ॥

॥ শ্রীগৌরসুন্দর দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ॥

১। শ্রীশ্রী নরোত্তম বিলাস। ২। শ্রীশ্রী সাধনামৃত চন্দ্রিকা। ৩। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ অর্চন স্মরণ পদ্ধতি ৪। শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। ৫। শ্রীশ্রী রূপচিন্তামণিঃ। ৬। শ্রীশ্রী রাসপঞ্চাধ্যায়ী। ৭। শ্রীশ্রী উৎকলিকা বল্লরিঃ। ৮। শ্রীশ্রী দানকেলি চিন্তামণিঃ। ৯। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দিপীকা। ১০। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম। ১১। শ্রীশ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকম্। ১২। শ্রীশ্রীবিলাপ কুসুমাঞ্জলিঃ। ১৩। শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র।

পুরাণ, ইতিহাস, শ্রুতি, স্মৃতি, সংহিতা, পঞ্চরাত্র, নাটক,কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান, সন্দর্ভ, সাধক জীবনী, বৈষ্ণব জীবনী, চরিতাবলী, পদাবলী, (শ্রীশ্রী) চৈতন্যমঙ্গলম্, চৈতন্যভাগবতম্, চৈতন্যচরিতামৃতম্, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্, চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, চৈতন্যশিক্ষামৃতম্, চৈতন্য শিক্ষাষ্টকম্, চৈতন্য উপদেশামৃতম্, বৃহদ্ভাগবতামৃতম্, লঘুভাগবতামৃতম্, প্রেমসম্পূট, চমৎকারচন্দ্রিকা, বংশীশিক্ষা, অদ্বৈতপ্রকাশ, সাধনরত্ন-মঞ্জুষা, সাধনভক্তি-কৌমুদী, সাধকোল্লাস, নিত্যানন্দচরিতামৃতম্, নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার, শ্যামানন্দ প্রকাশ, গোবিন্দলীলামৃতম্, স্তবামৃতলহরী, মুক্তাচরিত্রম্, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, স্তোত্ররত্নাবলী, ভক্তিগ্রন্থপঞ্চকম্, ভাগবৎমাহাত্ম্য, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, মুরলীবিলাস, নিকুঞ্জরহস্যস্তব, ভক্তকণ্ঠহার।

এতদ্ভিন্ন এখানে শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার, পোঃ রাধাকুণ্ড,
জিলা-মথুরা। উঃ প্রঃ, পিন-২৮১৫০৪